অসম্ভব ডেলিভারি · ২

মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না

Lui Eriksson

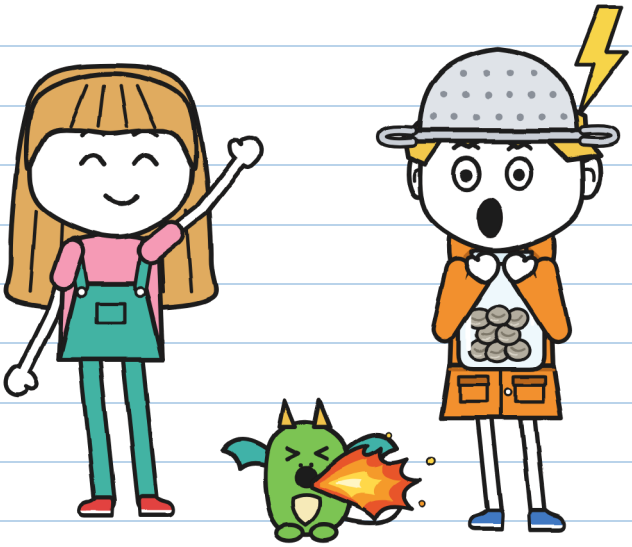

(গুনির খাতা)

সাইজ S
প্রাথমিক স্তর · ৭+

অসম্ভব ডেলিভারি · ২
মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না

লেখা ও ছবি: Lui Eriksson

সাইজ S · প্রাথমিক স্তর · ৭+

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ Lui Eriksson · info@linguaula.com

ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

সিরিজের দ্বিতীয় বই। প্রথমটা: "এই পার্সেলটা কামড়ায়"।

LinguAula

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

এই বই লেখার সময় একটা মেঘের ডাকও চোট পায়নি। -হু.



আর কারও নয়। -হু.

যদি এটা তোমার হাতে পড়ে, মেঘ ডাকার আগে খুলো না।

শুধু গল্পে

এই সিলমোহর বোঝায়, যা শুধু গল্পে ঘটে: তুমি এটা কোরো না। কয়েক পাতা জুড়ে থাকলে লেখা থাকে "এখান থেকে" আর "এখান পর্যন্ত"। সত্যিকারের ঝড়ে ৭৬ নম্বর পাতা দেখো। -হু.

কে কে



গুনি। শনিবারের ডেলিভারি-বয়। ঝড়-শিকারি (মোটামুটি)। এই খাতাটা ওর।



তুলিতা। বিদ্যুৎ-চমক আর মেঘ ডাকার মাঝের সেকেন্ডগুলো গোনে। সবুজ কালিতে লেখে আর "তু." নামে সই করে।



টুকরো। ড্রাগনের ছানা। গুনির সবকিছু নকল করে। সবকিছু।



তোনিও। বিজলির হয়ে সাইকেলে ডেলিভারি দেয়। দশ মিনিটে, নইলে বিনামূল্যে।



ফ্লোরা। ৯, খাল রোডের বাগানি। পাথরে সই করেন না।



ভেরা। ফ্লোরার বাড়ির পাশে ড্রাগনদের বাড়িতে ড্রাগনদের দেখাশোনা করেন। টুকরো ওঁর কাছে থাকে।



মায়া। অসম্ভব ডেলিভারির মালিক। মাথায় জাদুকরীর টুপি। যা বলেন, তার চেয়ে বেশি জানেন।



র.। যে পার্সেল কেউ পৌঁছে দিতে পারে না, সেগুলো পাঠান। কেউ ওঁর নাম বলে না।

ডেলিভারির খাতা ২
গুনির

অফিশিয়াল।

“অফিশিয়াল ”: আগে আমি পড়ব। অফিশিয়ালি। -হু.



১ নম্বর খাতাটা শেষ: ভরে গেছে। এটা আমাকে দিয়েছেন মারা, দোকানের মালিক। মলাটে দোকানের সিলমোহর আছে। উনি বলেন, অফিশিয়াল খাতায় আঁকতে নেই। দেখা যাক।

অধ্যায় ১

ঝড়-শিকারি

মারার দোকানে একটা পার্সেল কাঁপছে। প্রতিদিন একটু একটু বেশি।
আমি ওটা ছুঁতে যাচ্ছি না।
শেষ যেটা আমি আর হুলিতা পৌঁছে দিয়েছিলাম, সেটা ছিল একটা ডিম। এখন ওর নাম টুকরো, ওর ডানা আছে, আর ও আমার সবকিছু নকল করে।

আমার বাড়ির উল্টোদিকের দোকানে উনিশটা ফেরত পার্সেল এখনও বাকি। একটার ভীষণ তাড়া।

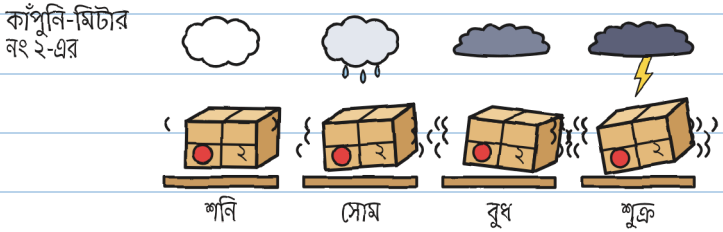

ভয় নয়: ঝড় আসছে। শনিবার, বিকেল ছয়টায়। আবহাওয়ার খবর আমি ছয়বার দেখেছি। -হু.

একটা ফেরত পার্সেল সবসময় ফিরে আসে। যে নেয়, তাকে লেবেলে এমন কালিতে সই করতে হয় যা মোছে না, ঝুলিতার সবুজ মার্কারের মতো। নইলে ভোর হলে ওটা উড়ে নিজের তাকে ফেরে। সবগুলো পাঠান একই মানুষ: র.

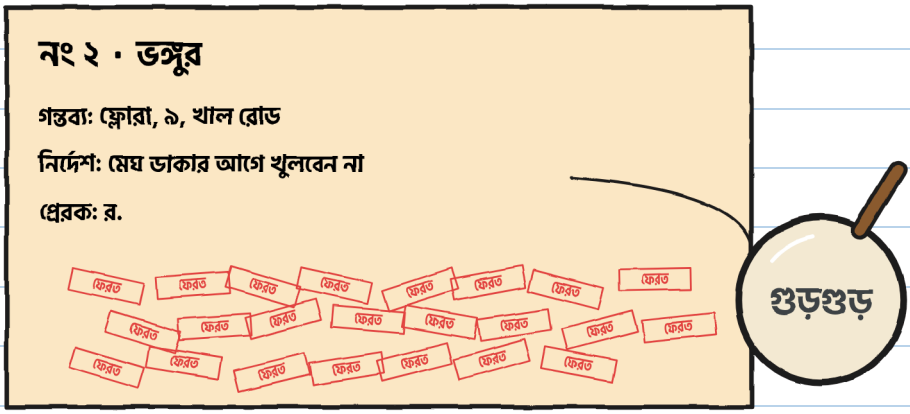

২ নম্বরে তেইশটা "ফেরত" সিলমোহর ছিল।

তেইশ। আমি দুবার গুনে দেখেছি। -হু.

"তেইশ বার আমি নিজে এটা পৌঁছে দিতে গেছি," মারা বললেন। "আর একবারও ঝড়ের মধ্যে নয়।"

শনিবার দশটায় মারা ২ নম্বর পার্সেল নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তোনিও ওখানে ছিল। প্রতি শনিবার আমরা তিনজনই শাস্তি পাই, ১ নম্বরটা অনুমতি ছাড়া পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আমরা দোকানে সাহায্য করি।

"এটা," মারা বললেন, "তোমরা পৌঁছে দেবে। আজ বিকেলে।"



হুলিতা বিশাল এক লাফ দিল। প্রায় "বাকি ১৯" লেখা সাইনটা ছুঁয়ে ফেলল।

মারা তিনটে শর্ত দিলেন। আঙুলে গুনলেন:

১. পাঁচটায় রওনা দেবে, ঝড়ের আগে। ঝড় না থামা পর্যন্ত ফ্লোরার বাড়িতে থাকবে।
২. তোমাদের বাড়ির লোকেরা জানে। ফ্লোরাও জানেন।
৩. লেবেলের নিয়ম: মেঘ ডাকার আগে খোলা যাবে না। মাথার ওপরের ডাকই চলবে; দূরেরগুলো নয়।

"আর তুমি যাচ্ছ না?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"আমার এখানে কাজ আছে," মারা বললেন। আর জানালা দিয়ে তাকালেন: আকাশ ধূসর হয়ে আসছিল।

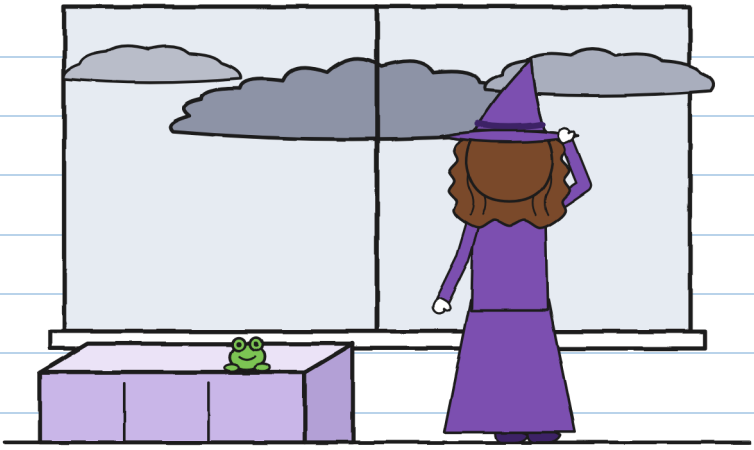

কী কাজ? -হু.

তারপর হুলিতা আমার দিকে তাকাল।
"তোমার ঝড় ভালো লাগে?"

আর ওভাবে তাকালে যা বলে, আমি সেটাই বললাম:

"খুব ভালো লাগে। আমার অন্য পাড়ায় আমি প্রফেশনাল ঝড়-শিকারি ছিলাম।"



আমি যা বললাম

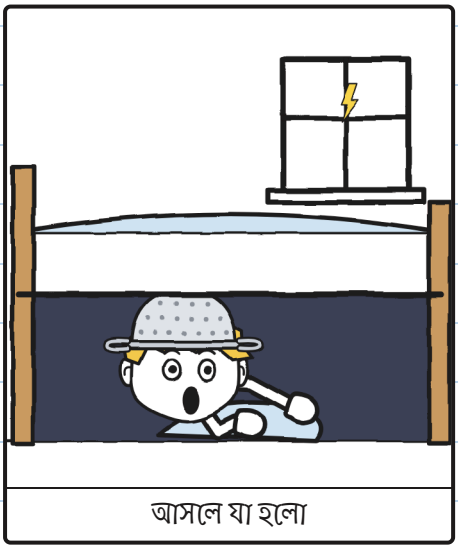

আসলে যা হলো

খাটের তলার প্রফেশনাল। -হু.

হুলিতা আমাকে ঝড় গোনা শেখাল। আমার খাতায়। অনুমতি না নিয়েই, যথারীতি:

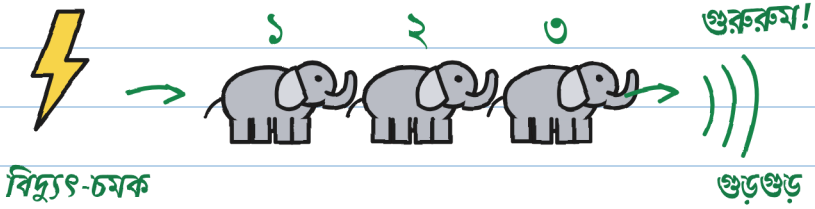

এক হাতি, দুই হাতি, তিন হাতি...

১ হাতি = ১ সেকেন্ড

৩ হাতি = ১ কিলোমিটার (মোটামুটি)

০ হাতি = ঠিক মাথার ওপর!

↖ ওটাই লেবেলের মেঘের ডাক।
দূরের ডাক পার্সেল খোলে না।

আরও হাতি: ওই বাজ আরও দূরে পড়েছে।

মেঘের ডাক শুনলে, দূরের হলেও: নিরাপদ জায়গায় চলো!

যা জানা, তাতে কম ভয় লাগে। -হু.

আমার ওটা দরকার ছিল না: ঝড় আমার খুব ভালো লাগে। তবু লিখে রাখলাম, যদি কাজে লাগে।

তোনিও আমার কাঁধের ওপর দিয়ে লেবেলটা পড়ল।
"বিজলি ঝড়ে ডেলিভারি দেয় না।"
সে আমাদের ব্যাগের ছোট অক্ষরের লেখাটা দেখাল।
"এখনও তো ঝড় নেই," হুলিতা বলল।
তোনিও আবার তাকাল। "এখনও"-র কথা ওতে কিছুই ছিল না।



ছোট অক্ষরের লেখাটা বেশিই ছোট ছিল। -হু.

আর আমাদের সঙ্গে এল।
পাঁচটায় বাড়ি গেলাম রেনকোট আনতে।
"কমলা রংটা পরো," মা বলল। "মেঘ ডাকলে তো তুমি..."
"টা-টা, মা!"

"মেঘ ডাকলে তো তুমি..." কী? -হু.

আমরা বড় সেতু পার হলাম। রাতে নৌকা যাওয়ার জন্য ওটা তুলে দেওয়া হয়। আকাশ ক্রমেই আরও কালো। মাঝখানে হুলিতা জলের দিকে হাত নাড়ল। খুব গম্ভীর মুখে। খালের সঙ্গে ওর বনিবনা নেই।

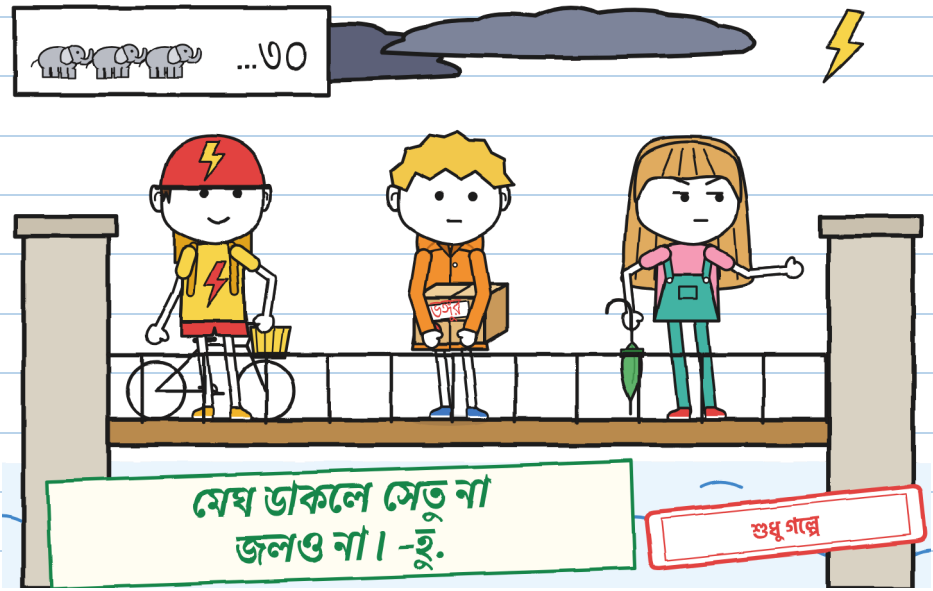

অনেক দূরে আকাশ জ্বলে উঠল। হুলিতা তিরিশ হাতি গুনল। গুরুরুম।

"ওই বাজটা পড়েছে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে," সে বলল। "খবর বলছে, ঝড় আসবে ছটায়।"

"মেঘ ডেকেছে!" তোনিও বলল। "এবার খোলা হয়?"

"ওটা পার্সেল খোলে না," হুলিতা বলল। "লেবেলেরটা বিদ্যুৎ-চমকের সঙ্গে একসঙ্গে বাজে: শূন্য হাতি। কিন্তু ও শোনা যাচ্ছে: নিরাপদ জায়গায় চলো!"
আমরা খাল রোড পর্যন্ত দৌড়ে গেলাম। আমি এমন ভান করলাম, যেন কিছুই শুনছি না।

"ওটা কি হিক ছিল?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"না," আমি বললাম। "হিক!"



ছোটবেলা থেকে আমার এটা হয়, শুধু মেঘ ডাকলে। প্রতিটা ডাকে অনেকগুলো হেঁচকি, একটার পর একটা। তিন সেকেন্ডে একটা। মাথার ওপর ঝড় থাকলে আমি থামি না। এটা ভয় নয়। আমার শরীর নিজে নিজেই করে। আমাকে না জিজ্ঞেস করে।

এটার নাম ভয়। -হু.

ভেরা ওঁর দরজায় আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন, কোলে টুকরো। প্রতি শনিবার টুকরো আমার সঙ্গে বেড়াতে যায়।
"আজ শুধু ফ্লোরার বাড়ি পর্যন্ত: ওর এটাই প্রথম ঝড়," ভেরা বললেন, আর ওকে আমাকে দিয়ে দিলেন। "ও তোমার সবকিছু নকল করে, গুনি। তুমি যা অনুভব করো, তা-ও। ও ভয় পেলে ওকে টেনো না: ও আঁকড়ে ধরে। ঝড় থামলে পাঁচিলে তিনবার টোকা দিও, আমি আসব।"
"আমি কিছুই অনুভব করি না," আমি বললাম। "ঝড় আমার খুব ভালো লাগে।"

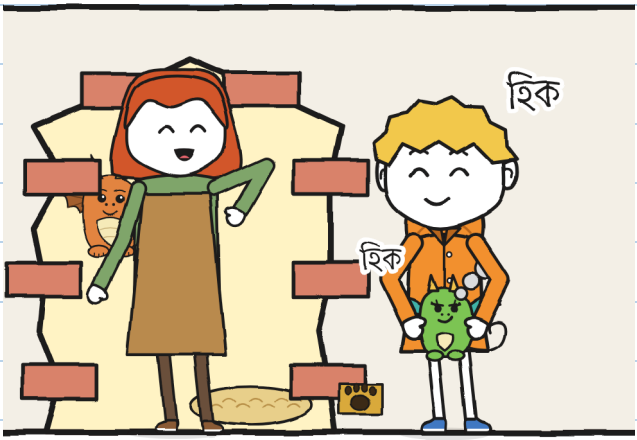

দূরে মেঘ ডাকল। আমার হিক উঠল। টুকরোরও হিক উঠল। ওর নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরোল।
"ভেতরে, এক্ষুনি!" ভেরা বললেন।

ফ্লোরার বাড়িটা জেরানিয়ামওয়ালা। দুই শনিবার আগে উনি ওই বারান্দা থেকে আমাদের দেখছিলেন। আমরা ড্রাগনদের বাড়ির দরজা খুঁজছিলাম। ওটা দেখতে দেয়ালের মতো।

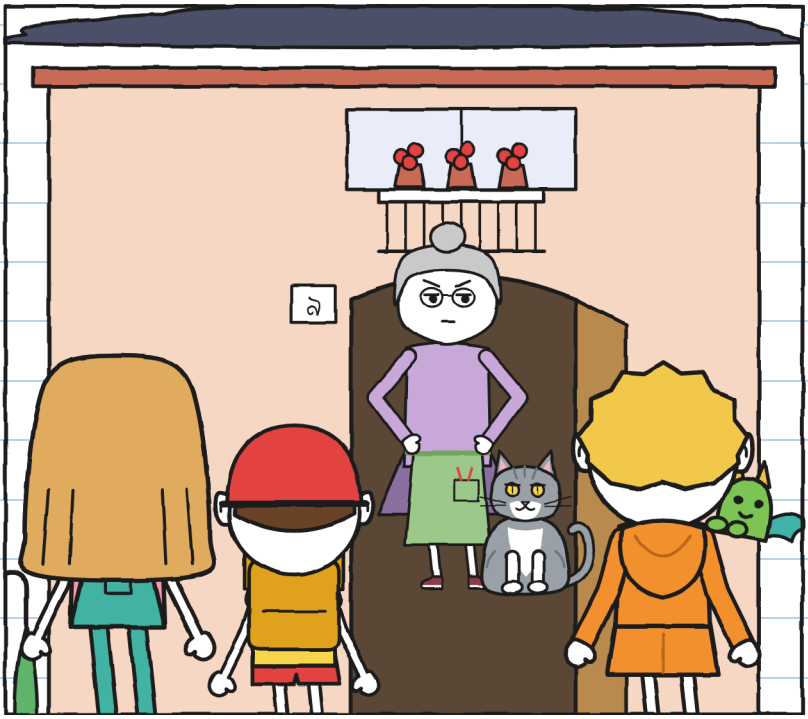

ফ্লোরা দরজা খুললেন। আমাদের কড়া নাড়ার সময়ও দিলেন না। বাক্সটা দেখলেন। আকাশ দেখলেন। টুকরোকে দেখলেন। "ভেরার ছানা। আমার ফার্ন যেন না পোড়ায়," তিনি বললেন। "ভেতরে এসো, বৃষ্টি আসছে। বলে রাখছি: আমি পাথরে সই করি না।"

অধ্যায় ২

গুড়গুড়!

ফ্লোরার রান্নাঘর গাছে ভরা। একেবারে পেছনে একটা কাচের দরজা গ্রিনহাউসে খুলেছে। বেড়াল-দরজা লাগানো পেছনের দরজাটা উঠোনে। বৃষ্টির জন্য তোনিও সাইকেলটা প্যাসেজে ঢুকিয়ে রাখল।



গ্রিনহাউসের কাচে কিছু আঁকা ফোঁটা ছিল। ওরা নিচে নামার বদলে ওপরে উঠছিল।

"র.-এর কাচ," ফ্লোরা বললেন। "আমি চাইলে বৃষ্টিকে ঢুকতে দেয়। বাজকে কখনও না।"

ফ্লোরা বাক্সটা টেবিলে রাখলেন। কিছু না জিজ্ঞেস করেই খুললেন। ভেতরে একটা কাচের বয়াম। তাতে আটটা ধূসর গুটি।
"মেঘ ডাকার আগে খোলা যাবে না!" হুলিতা চেঁচিয়ে উঠল।
"আমি বাক্স খুলেছি, বয়াম নয়," ফ্লোরা বললেন। "কী আছে আমি জানি: র. লণ্ঠন-গাছের কথা দিয়েছিলেন, অথচ পাঠান পাথর।"

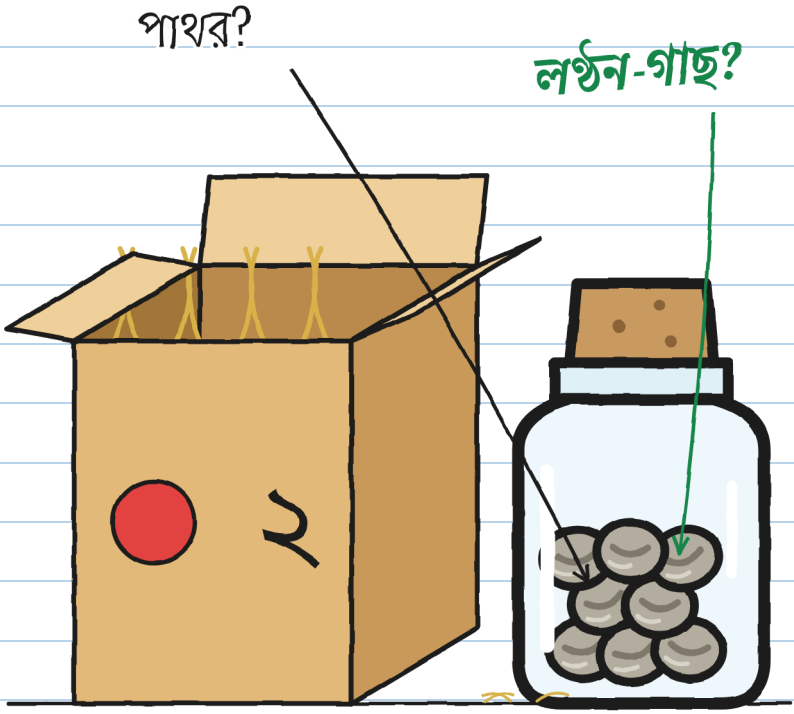

"লণ্ঠন-গাছ কী?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ফ্লোরা আমাদের একটা পুরনো ছবি দেখালেন। রাতের খালপাড়ের পথ। পাড়ে ছোট ছোট আলো।

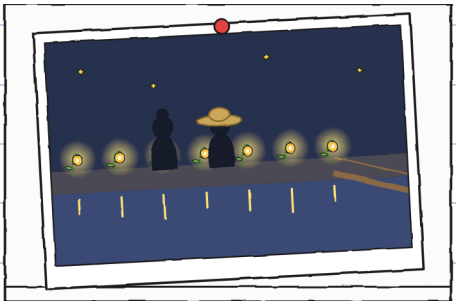

"এগুলো গাছ," ফ্লোরা বললেন। "বিদ্যুৎ-চমকের আলো জমিয়ে রাখে, আর সারা রাত আলো দেয়।"
"আর র. কি ওগুলো লাগাতেন?"
"বীজ আনতেন জাগানো অবস্থায়। আমি মাটি দিতাম। ঘুমন্ত বীজ কখনও দেখিনি।"
"আর লণ্ঠন-গাছগুলো?"
"নিভে গেল। র. আসা বন্ধ করে দিলেন। আর এখন এটা পাঠান।"

সে কারণেই খালটা এত অন্ধকার। সে কারণেই সাঁকোটা, খালের ওপর ওই তক্তা, ভয় ধরায়।

ধরাত। আমাকে তো খুবই: আমি অন্ধকারে ওটা পার হয়েছি। -হু.

"র. সবসময় কথা রাখেন," ফ্লোরা বললেন। "দেরিতে, কিন্তু রাখেন। এটায় না। তেইশ বার আমার কাছে এই বয়ামটা এসেছে। তেইশ বার, পাথর।"

আমি লেবেলটার কথা ভাবলাম। ওটা আমার মুখস্থ: মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না।
"আপনি কি কখনও খোলার আগে মেঘ ডাকার জন্য অপেক্ষা করেছেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ফ্লোরা আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেন আমার প্রশ্নটা বোকা।
"আমি কারও জন্য অপেক্ষা করি না," তিনি বললেন। "মেঘ ডাকার জন্যও না।"

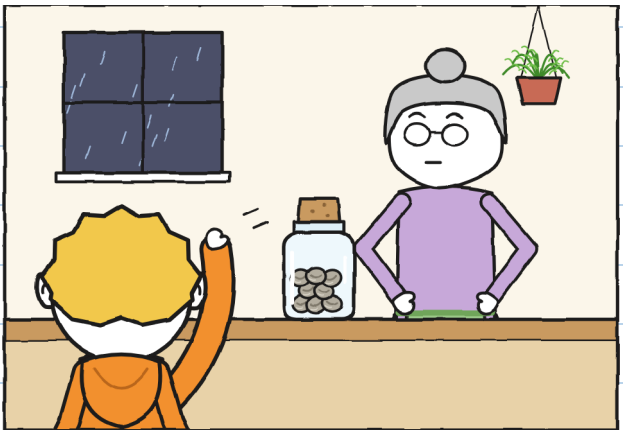

ফ্লোরার বেড়ালের নাম গুড়গুড়। নামটা ওর বাটিতে লেখা। ও মেঘের মতো ধূসর। আর মেঘ ডাকার মতো গরগর করে।

আমরা রান্নাঘরে ঝড়ের অপেক্ষা করলাম। অনেক ছোট ছোট ঘটনা ঘটল:

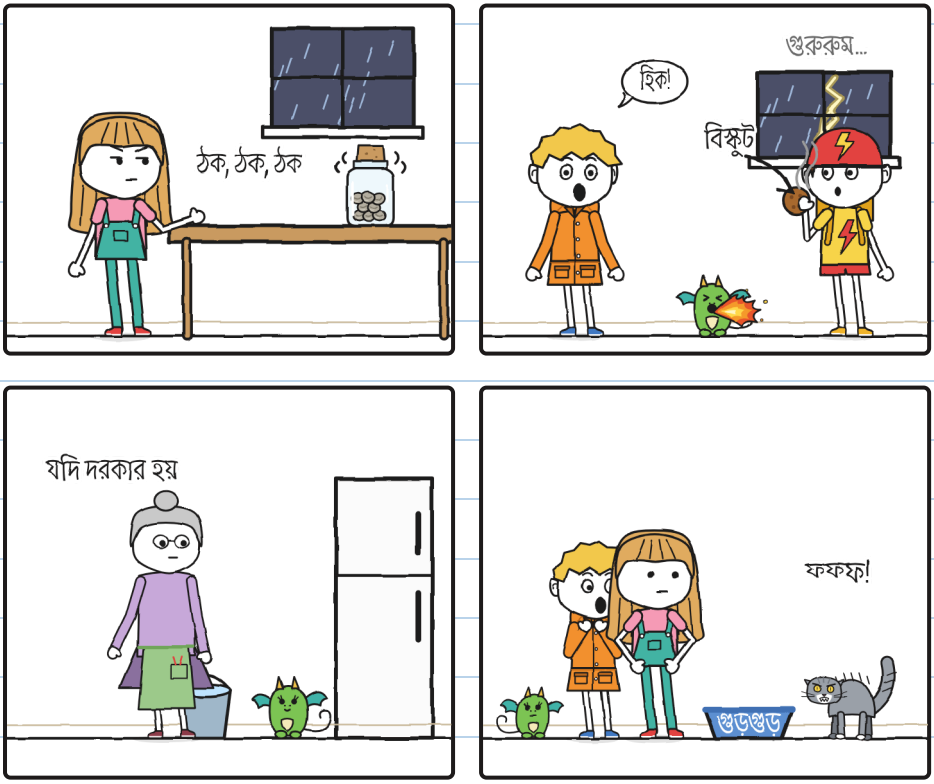

মেঘ ডাকার চেয়েও খারাপ হলো তার অপেক্ষা। -হু.

বয়ামটা টিং, টিং করছিল। ক্রমেই জোরে।
হুলিতা গুনছিল: "বারো হাতি।" তারপর: "নয়।"
টেবিলের নিচে ওর পা লাফাচ্ছিল।

"তুমি তো মেঝেতে গর্ত করে ফেলবে," আমি বললাম।
"আমি গুনছি।"
"তাহলে তোমার পা খুব তাড়াতাড়ি গোনে।"
তখন টুকরো আরেকটা ছোট্ট শিখা ছাড়ল। গুড়গুড় বেড়াল-দরজা দিয়ে ছিটকে উঠোনে চলে গেল। ফ্লোরা পেছনের দরজা খুললেন আর চেঁচিয়ে উঠলেন:
"গুড়গুড়উউউউ!"



আর হুলিতা বয়ামটা খুলে ফেলল।



"মেঘ ডেকেছে!" সে বলল।

মেঘ ডাকেনি। ফ্লোরা চেঁচিয়েছিলেন। গুড়গুড় হলো বেড়ালটা।

আমি শুনলাম "গুড়গুড়!"। ঠিক যা শুনতে চাইছিলাম। কেউ আমাকে বলেনি যে ওটা একটা বেড়াল। -হু.

ওটা আমি ১৭ নম্বর পাতায় রেখেছি।

ওই পাতাটা আমি পরে পড়েছি। -হু.

খুলতেই বয়ামটা চুপ করে গেল। ভেতরে শুধু আটটা ধূসর গুটি। ঠান্ডা আর স্থির। হুলিতা ওগুলো টেবিলে ঢালল। আতশকাচ দিয়ে দেখল।
"ওদের গায়ে একটা দাগ আছে," সে বলল। "বন্ধ চোখের মতো।"

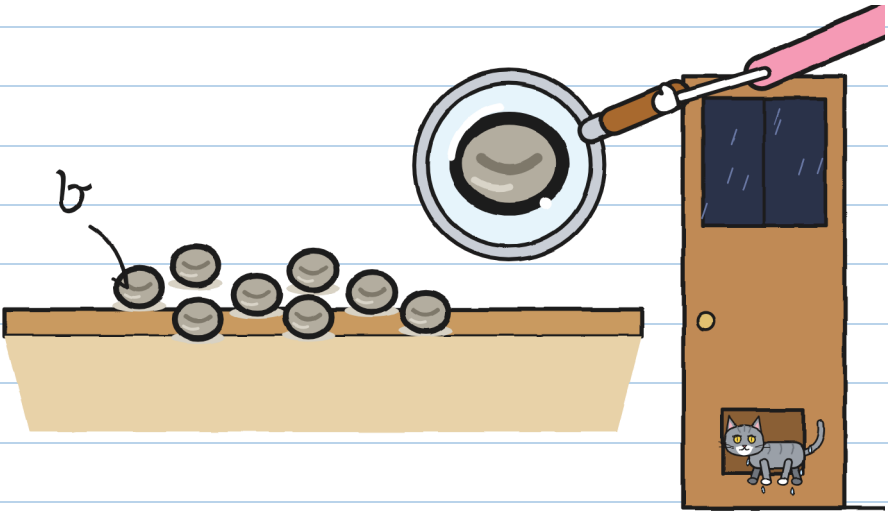

গুড়গুড় বেড়াল-দরজা দিয়ে ফিরে এল, ভিজে চুপচুপে। ফ্লোরা দরজা বন্ধ করে দিলেন।
"পাথর। যেমন সবসময়," তিনি বললেন। আর হুলিতার দিকে তাকালেন।

হুলিতা ওর জামার রঙের হয়ে গেল।

"ওরা ঘুমিয়ে আছে," আমি বললাম। "ওগুলো পাথর নয়: বীজ। তাই তো লেখা আছে 'মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না'। হয়তো একটা মেঘের ডাক ওদের জাগাবে। বড় একটা ডাক, যেটা কাচ কাঁপিয়ে দেয়।"

ফ্লোরা চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন:
"বীজ হলে প্রমাণ করুক।"

বাইরে প্রায় রাত হয়ে গিয়েছিল। বিকেল ছটা বাজে।
বিদ্যুৎ-চমক। হুলিতা গুনতে শুরু করল:

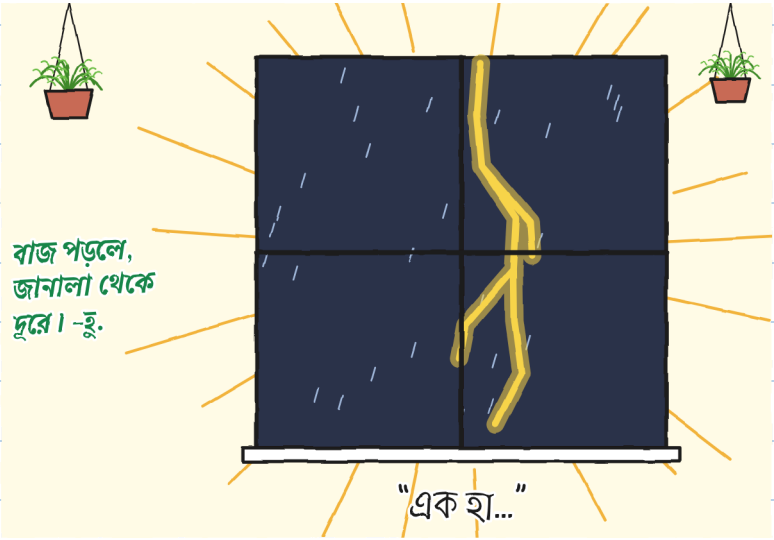

আর সত্যিকারটা এল।

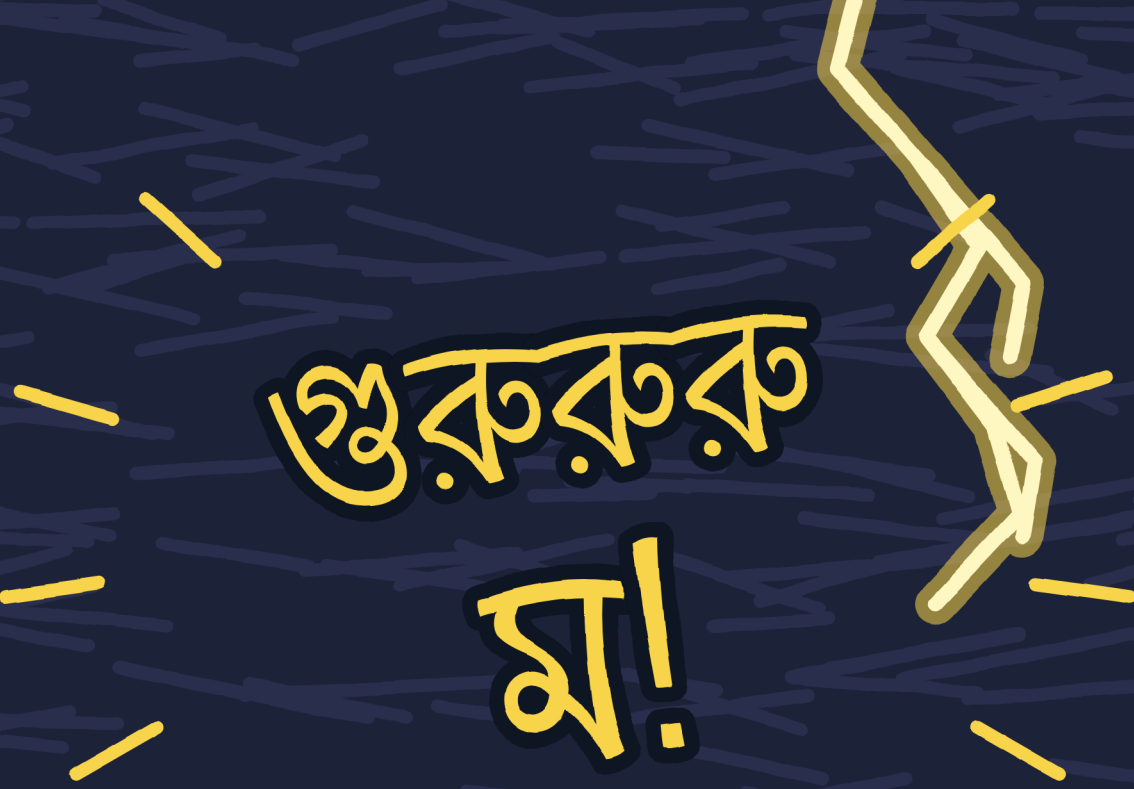

মেঘের ডাক আর বিদ্যুৎ-চমক একসঙ্গে: ঝড় ঠিক মাথার ওপর। টেবিল, গেলাস, কাচ কেঁপে উঠল।

আর কারেন্ট চলে গেল।

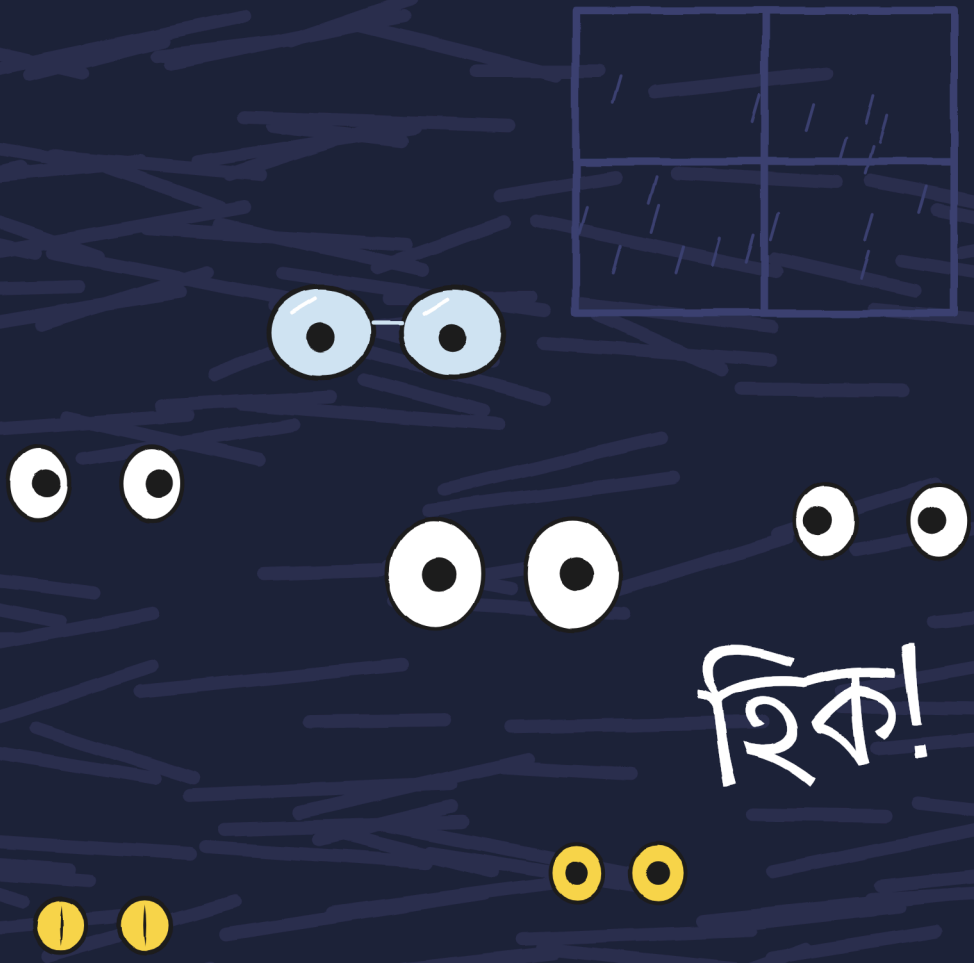

আমার হিক উঠল। টুকরোরও হিক উঠল: একটা আগুনের হলকা। এক সেকেন্ডের জন্য আমরা পুরো রান্নাঘরটা দেখলাম।

টেবিল খালি ছিল।

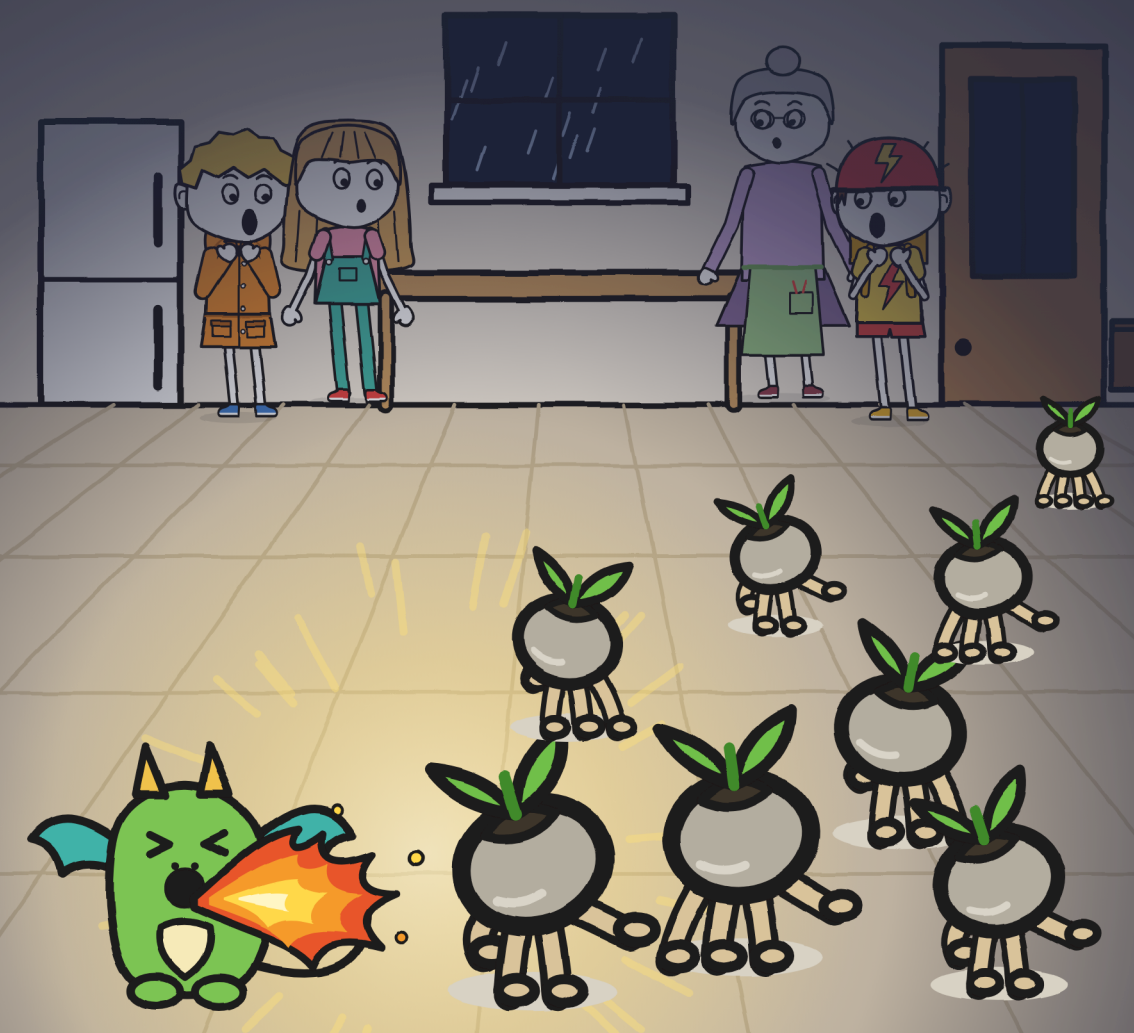



মূলের চারটে ছোট্ট পা

পাথরগুলোর পা ছিল।

আর তাড়া। -হু.

অধ্যায় ৩

না দেখলেই ওরা নড়ে

অন্ধকারে ছোট্ট বৃষ্টির মতো শব্দ শোনা যাচ্ছিল: টুক, টুক, টুক। আবার বিদ্যুৎ-চমক: বীজগুলো আরও দূরে। আর স্থির। একদম স্থির। যেন কিছুই হয়নি।

ওরা জোরে ছুটছিল। কিন্তু প্রতিটা বিদ্যুৎ-চমক ওদের থামিয়ে দিচ্ছিল। আর বিদ্যুৎ-চমক ছিল অনেক। আমি টেবিলের নিচ থেকে ওদের দেখছিলাম। আমি ফ্লোরার ছাঁকনিটা পরে নিলাম: বাড়িতে মেঘ ডাকলে আমি একটা পরি।

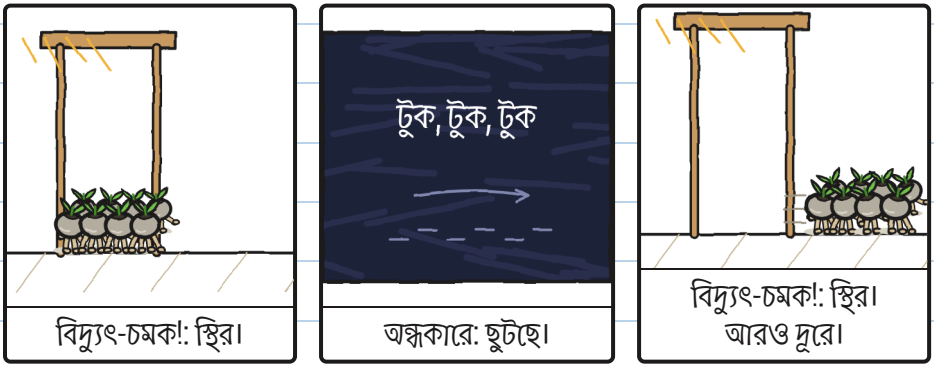

এটা স্ট্যাচু খেলা। বীজ দিয়ে। -হু.

ফ্লোরা একটা বীজের ওপর টর্চ ফেললেন। বীজটা থেমে গেল। আরেকটার ওপর ফেললেন। প্রথমটা ছুটে পালাল।

"ওরা বীজ! ওরা জেগে আছে!" ফ্লোরা চেঁচিয়ে উঠলেন।



আলো সরালেন। এবার দ্বিতীয়টা ছুটল।
"আরেকটা টর্চ দরকার," আমি বললাম।
"তাহলে অন্য কিছু ভাবো। আমার কাছে শুধু এটাই আছে।"

আলো থাকলে স্থির। অন্ধকারে ছুট। টর্চ সবার জন্য যথেষ্ট ছিল না।

সবাই যাচ্ছিল বেড়াল-দরজার দিকে। ফ্লোরা একটা বিশাল টব দিয়ে ওটা আটকে দিলেন।
"ওরা ঝড়ের জলে ভেজা মাটি খুঁজছে," তিনি বললেন। "এখানে শুধু কলের জলের মাটি। আর বাইরে প্রায় মাটিই নেই: বেরোলে বৃষ্টি ওদের খালে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।"

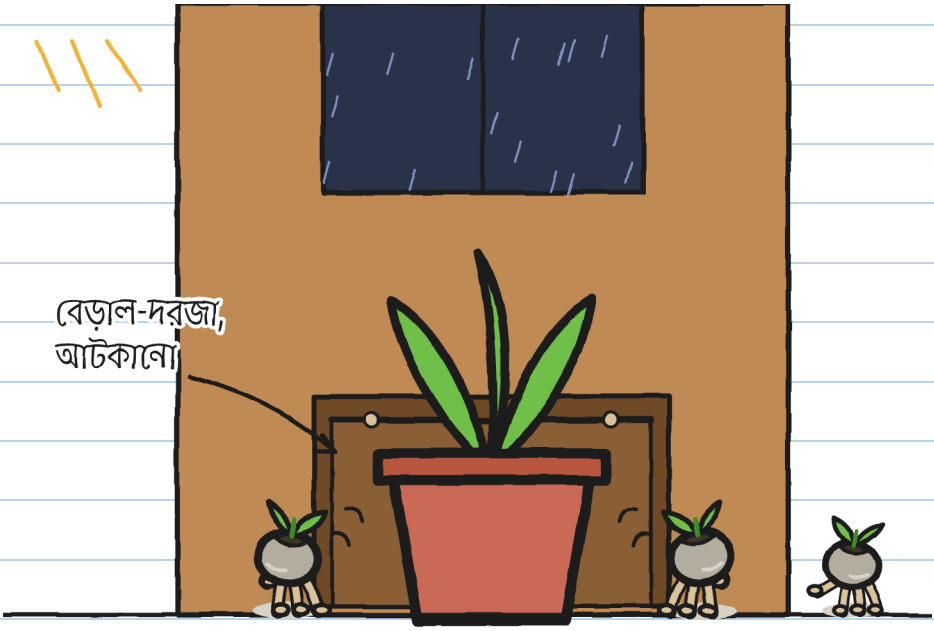

কিন্তু এখন ওরা অন্ধকারে পুরো রান্নাঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর রান্নাঘরে লুকোনোর জায়গা একশোটা।

আমরা সবরকম চেষ্টা করলাম:



তুলিতা, কাপড় দিয়ে: গুড়গুড়কে ধরল।



তোনিও, খালি হাতে: গুড়গুড় ওকেই ধরল।



টুকরো, নিজের আগুন দিয়ে: একটা!



ফ্লোরা, টর্চ দিয়ে: দুটো!

গুড়গুড়ও ধরছিল। ও প্রায় অন্ধকারেও দেখতে পায়। আমরা পাই না।

তোনিও ঝড়কে ভয় পায় না। ও বেড়ালকে ভয় পায়।

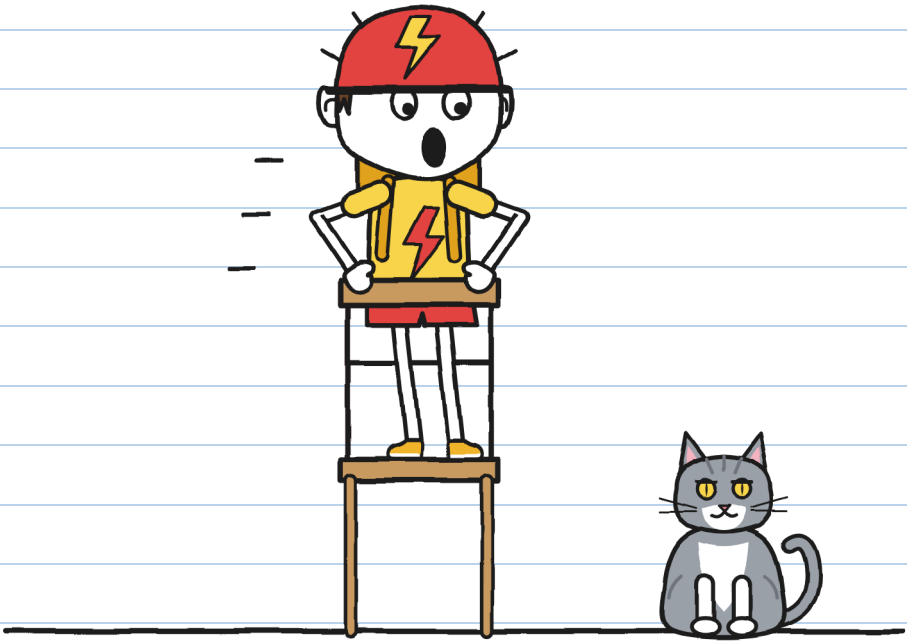

"ওটা বেড়াল না!" হুলিতা ওকে বলল। "ওটা গুড়গুড়!"
"আরও খারাপ!"

দুটো ভয় আর একটাই নাম। -হু.

আমি তখনও টেবিলের নিচে, মাথায় ছাঁকনি পরে।
সেখান থেকে একটা জিনিস দেখলাম: বীজগুলো বারবার বেড়াল-দরজায় ফিরে যাচ্ছে। টবটা ওদের পথ আটকে ছিল। ওরা ঠেলছিল।

সবাই। একই জায়গায়।
আমি একটা নকশা আঁকলাম।

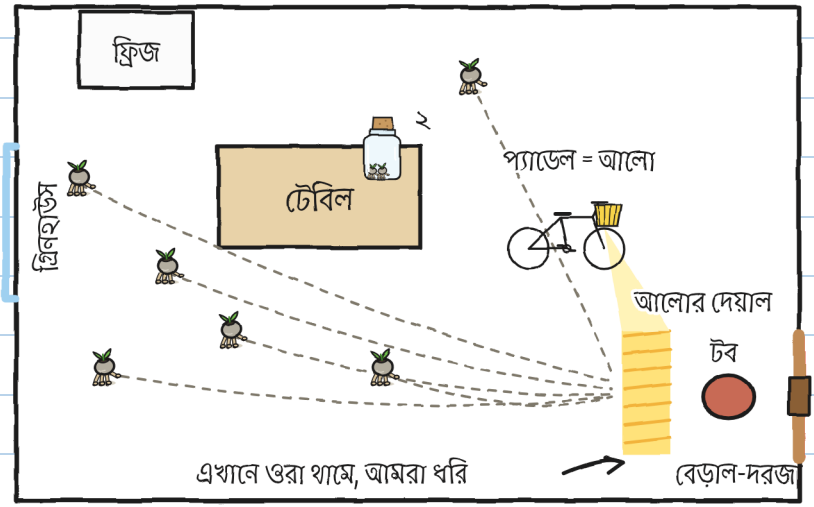

"তোনিও, তোমার হেডলাইট কি প্যাডেল করলে জ্বলে?"
"অবশ্যই।"
"তাহলে আজ তুমি আলো পৌঁছে দেবে।"

আমরা সাইকেলটা স্ট্যান্ডে দাঁড় করালাম। হেডলাইট বেড়াল-দরজার দিকে। বিজলির আলো চলে ডায়নামোয়: চাকা ঘুরলে আলো জ্বলে। আর তোনিও প্যাডেল করল।

ও আগে কখনও এমন প্যাডেল করেনি। বিশেষ করে যখন গুড়গুড় ওর গায়ে লাফিয়ে উঠল।

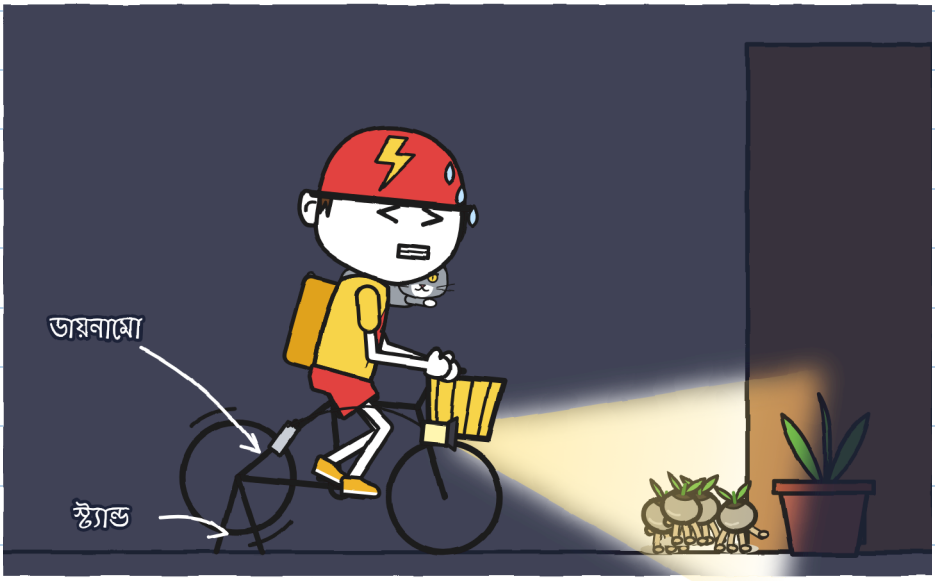

অবশেষে বিজলি কোনো কাজে লাগল। -হু.

বীজগুলো আলোর কাছে এসে থেমে যাচ্ছিল। আমরা ওদের একটা একটা করে ধরছিলাম। বয়ামে। তিন। চার।

গুড়গুড় আরেকটা মুখে ধরে ফেলল। ফ্লোরা দু'আঙুলে সেটা ওর মুখ থেকে নিয়ে নিলেন।
"পাঁচটা!" তিনি বললেন।

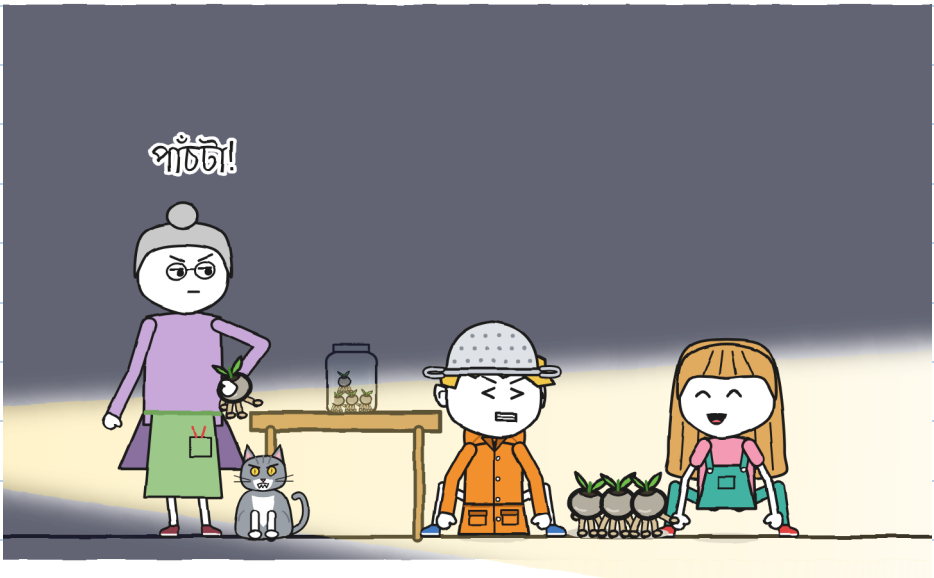

ছয়।

ফ্লোরা বয়ামের মুখ বন্ধ করলেন। তাহলে কোনোটা পালাবে না। তারপর আমাদের সাহায্য করতে ঝুঁকলেন। আর গুড়গুড় টেবিলে লাফিয়ে উঠে ওটা ফেলে দিল।



তোনিও ওটা শূন্য থেকে লুফে নিল।
"বিজলি," সে বলল। "এক সেকেন্ডে, নইলে বিনামূল্যে।"

কিন্তু ও প্যাডেল করা থামাল। আলো নিভে গেল। আর গুড়গুড় বেড়াল-দরজার দিকে ছুটল।

অন্ধকারে: টুক, টুক, টুক। গুড়গুড় টবটা ঠেলল: ক্যাঁচ। আর বেড়াল-দরজাটা করল খটাস।

আরেকবার বিদ্যুৎ-চমক: মেঝেতে মাত্র একটা বীজ। হুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।



আট নম্বরটা বেড়াল-দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"আমি ওটা আনতে যাচ্ছি!" হুলিতা বলল, হাত দরজার হাতলে।
"বাজ পড়ার মধ্যে কেউ বেরোবে না," ফ্লোরা বললেন, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। খুব গম্ভীর মুখে বললেন।

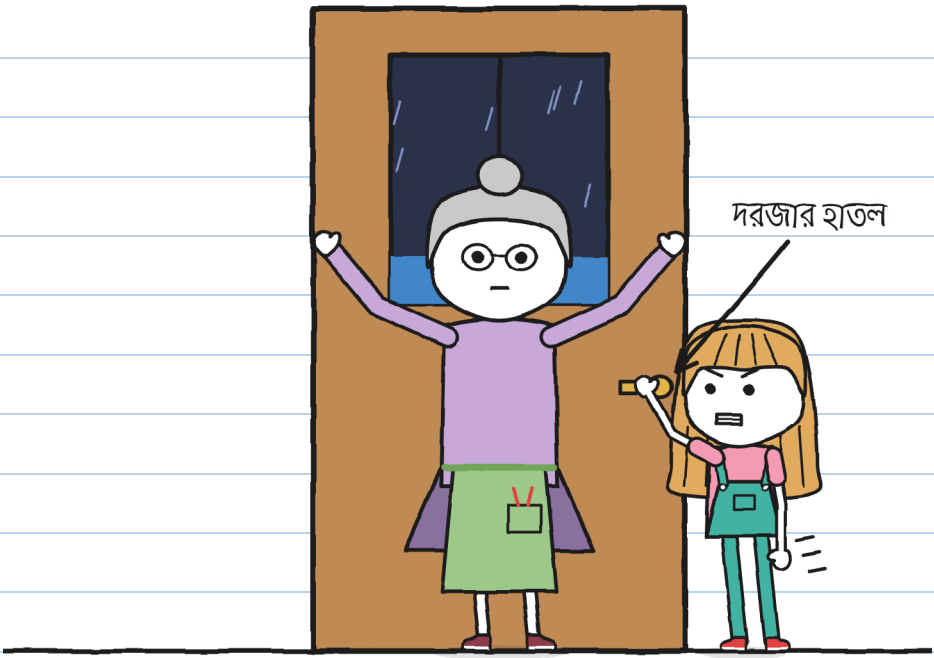

হুলিতা তর্ক করল না। কিন্তু হাতলও ছাড়ল না।
কিছুক্ষণ পর বেড়াল-দরজাটা করল খটাস। গুড়গুড়, ভিজে চুপচুপে। আট নম্বরটা ছাড়া।

"বিদ্যুৎ-চমক... এক হাতি, দুই হাতি।"
গুরুরুম।
"দুই," হুলিতা গুনল। "এখনও খুব কাছে।"

"তাহলে এবার পুঁততে হবে," ফ্লোরা বললেন। "ঝড় চলে যাওয়ার আগে। অন্ধকারে।"
"ওখানে, ভেতরে?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
ফ্লোরা কাচ বেয়ে ওঠা ফোঁটাগুলো দেখালেন।
"মন্ত্রটা এখনও আছে। বাজ বাইরে থাকে।"



তারপর টুকরোর দিকে তাকালেন।
"অন্ধকারে।"

টুকরো আমার দিকে তাকাল। আর ওর হিক উঠল।

অধ্যায় ৪

হিক

ফ্লোরা আমাদের শেখালেন কীভাবে লণ্ঠন-গাছ পুঁততে হয়। র. ওঁকে শিখিয়েছিলেন। আমি অফিশিয়াল হাতের লেখায় লিখে রাখলাম:

কীভাবে লণ্ঠন-গাছ পুঁততে হয়

১. 

ঝড়ের জলে ভেজা মাটি।
(কলের জলের মাটি চলে না।)

২. 

মাটির ওপর বয়ামটা খোলা।
(আগে খুললে ওরা পালিয়ে যায়।)

৩. 

সব অন্ধকারে: ওরা নিজেরাই মাটিতে ঢুকে পড়ে।
(নিজে মাটিতে পুঁতলে ওরা গজায় না।)

৪. 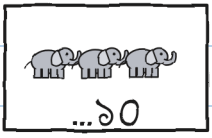

ঝড় চলে যাওয়ার আগে:
দশ হাতির বেশি হলে,
পরের ঝড় পর্যন্ত আর পোঁতে না।

জাগাতে: শূন্য হাতি। পুঁততে: দশ পর্যন্ত। এগারো হলে ঘুম। -হু.

ফ্লোরা একটা ঘূর্ণি হাতল ঘোরালেন। জানালা খুলল না: আঁকা ফোঁটাগুলো নামতে শুরু করল।
সত্যিকারের বৃষ্টি কাচ ভেদ করে এসে পড়ল কেয়ারিতে: মাটিতে ভরা একটা লম্বা টেবিলে।
"সব কেয়ারিতে। মেঝেতে এক ফোঁটাও নয়," ফ্লোরা বৃষ্টিকে আদেশ দিলেন।



এই কাচ শুধু গল্পেই আছে। সত্যিকারের ঝড়ে গ্রিনহাউসে নয় (৭৬ নম্বর পাতা)। -হু.

"ঝড়ের জলে ভেজা মাটি," তিনি বললেন। "এবার সব অন্ধকারে।"

কিন্তু টুকরো ততক্ষণে ভেতরে। ফ্লোরার পায়ের ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়েছিল। কেউ দেখেনি। ও ছিল কেয়ারির নিচে, টবগুলোর মধ্যে।

ফ্লোরা আলতো করে ওকে টেনে বের করতে চাইলেন। টুকরো চার পায়ে টবগুলো আঁকড়ে ধরল। ভেরা আগেই আমাদের বলেছিলেন।



রান্নাঘরে আমার প্রতিটা হিকে গ্রিনহাউসে টুকরো জ্বলে উঠছিল।

বোঝার জন্য আমি এঁকে ফেললাম:

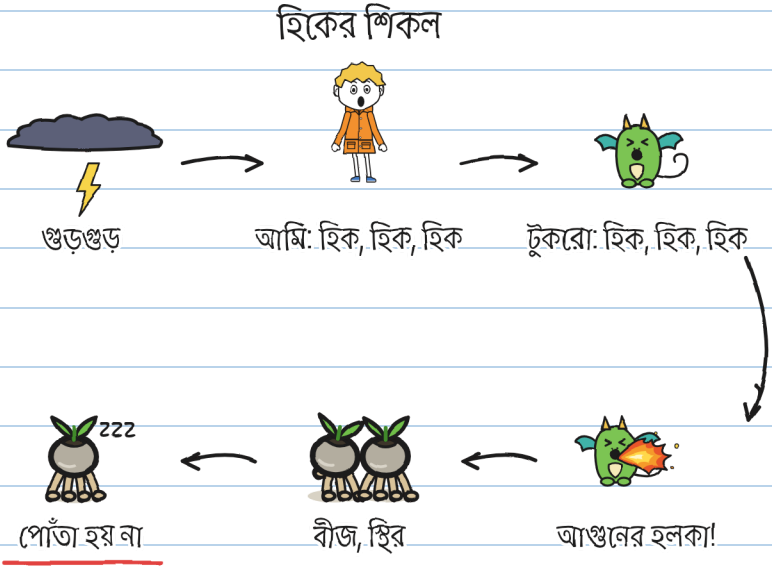

রান্নাঘরে হিক সাহায্য করত: আগুনের হলকা, স্থির বীজ, ধরা-পড়া বীজ। গ্রিনহাউসে না। তিন সেকেন্ডে একটা আগুনের হলকা। ওদের পুঁতে যাওয়ার জন্য যতক্ষণ অন্ধকার দরকার, সেটা কখনও থাকত না।

শিকলটা ভাঙতে হবে। সবচেয়ে সহজে ভাঙা যায় যে অংশটা, সেটা তুমি। ভালোবেসেই বলছি। -হু.

আমরা হেঁচকির সব টোটকা চেষ্টা করলাম:



দম আটকে রাখা



উল্টো করে জল খাওয়া

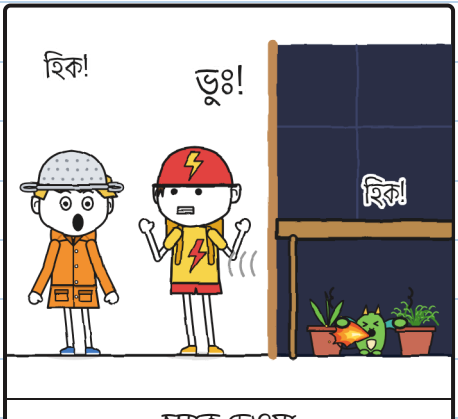

চমকে দেওয়া



চিনি

টুকরো ওগুলোর সবকটাই নকল করল। টবগুলো না ছেড়েই।

টোটকা: শূন্য। হিক: অনেক। -হু.

"চার হাতি। পাঁচ।"
মেঘ ডাকল।
"ওই বাজটা আরও দূরে পড়েছে," হুলিতা বলল।

সাতটা বীজ বয়ামের ভেতর পাক খাচ্ছিল। আমার হিক উঠছিল।



"আর যদি আমরা এগারো পর্যন্ত চলে যাই?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
হুলিতা বীজগুলোর দিকে তাকাল।
"আবার পাথর।"
তারপর আমার দিকে তাকাল।

"টুকরো তোমার ভয়টা নকল করছে," হুলিতা বলল।
"তাহলে অন্য কিছু নকল করুক," আমি বললাম। আর আমার হিক উঠল।
"ওকে বের করে আনলে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"ও আঁকড়ে ধরে থাকে। তুমি তো দেখেছ।"
হুলিতা গলা নামিয়ে বলল:
"আগে ওর কাছে থাকো।"

ভয়ের কোনো ওষুধ আমার কাছে ছিল না। ছিল ভয়টা লুকোনোর একটা প্ল্যান। আর সেটা আর কাজ করছিল না:

আমার প্ল্যান, যাতে কেউ না বোঝে
মেঘ ডাকলে আমার ভয় লাগে:

১. বলা যে ঝড় আমার ভালো লাগে।

~~২. হিক না করা।~~ হিক হিক হিক হিক হিক

৩. ???

আর ৩ নম্বর? –হু.

আমি চেষ্টা করলাম। সত্যিই।



একটা পা ভেতরে।



একটা মেঘের ডাক।



আর আবার রান্নাঘরে।

গ্রিনহাউসে মেঘের ডাক সবচেয়ে জোরে শোনা যায়। পুরো পাড়ার মধ্যে।

দরজা থেকে আমি ওপরে তাকালাম, কাচের ছাদ দিয়ে। দুই বিদ্যুৎ-চমকের মাঝে ওদের দেখলাম, ছাদের অনেক ওপরে। ভেরার ড্রাগনরা, ঝড়ের মধ্যে উড়ছে। ওরা তখনই উড়তে বেরোয়, যখন কেউ ওপরে তাকায় না। তাই ভেরা আমাদের সঙ্গে আসেননি: ঝড়ের সময় তিনি ওদের পাহারা দেন।



ওদের হিক উঠছিল না।

“চলো, শিকারি,” তোনিও বলল।

আমি ঠাট্টার অপেক্ষা করলাম। এল না।

আমি ছাঁকনিটা খুলে ফ্লোরাকে দিলাম। উনি ওটা সত্যিকারের হেলমেটের মতো ধরলেন।



আর আমি ঢুকলাম।

ছাঁকনি বাজ থামাতে পারে না। ভয় থামাতে কখনও কখনও পারে। -হু.

ভেতরে বৃষ্টির শব্দ যেন হাজারটা আঙুল কাচে বাজাচ্ছে। আমি হামাগুড়ি দিয়ে কেয়ারির নিচে ঢুকলাম। টুকরো ওখানেই ছিল, গোলা পাকিয়ে। আমার মতোই কাঁপছিল।



গুরুরুম! আমার হিক উঠল। টুকরোর হিক উঠল। আগুনের হলকা আমাদের দুজনকেই আলোয় ভরে দিল।

আমরা ছিলাম কেয়ারির নিচে দুজন ঝড়-শিকারি।

দরজা থেকে হুলিতা নিচু গলায় বলল। হাসি ছাড়া:



"আমাকে গুনে নাও।"

অধ্যায় ৫

আমাকে গুনে নাও

আর আমরা গুনলাম। ও, দরজায়। আমি, কেয়ারির নিচে, টুকরো আমার রেনকোটের গায়ে কাঁপছিল।

বিদ্যুৎ-চমক।
"এক হাতি। দুই হাতি। তিন। চার। পাঁচ। ছয়।"
গুরুরুম।
"ছয়: প্রায় দুই কিলোমিটার," হুলিতা বলল। "ওই বাজ আরও দূরে পড়েছে। আমরা এখনও নিরাপদ আশ্রয়ে।"



আমি ছয় হাতি গুনলাম। ভয়টা তখনও ছিল।

আমি আগেই বলেছি যে ঝড় আমার ভালো লাগে। দুবার।
কাজ হয়নি।
টুকরো আমার দিকে তাকাল।
আমি সত্যিটা বলে দেখলাম।



"মেঘ ডাকলে আমার ভয় লাগে।"

"সে আমি জানি," হুলিতা বলল। "আজ সকালে তুমি ৬ নম্বর পাতায় এঁকেছিলে। আমি অপেক্ষায় ছিলাম, তুমি কবে বলবে।"

"আমার বেড়ালে ভয়," তোনিও বলল। গুড়গুড় ওর কোলে ঘুমোচ্ছিল। তোনিও নড়তে সাহস পাচ্ছিল না।

"আর আমার ভয় এমন কিছুর অপেক্ষায়, যেটা আসে না," ফ্লোরা বললেন। "তাই আমি সঙ্গে সঙ্গে বয়াম খুলে ফেলতাম।"

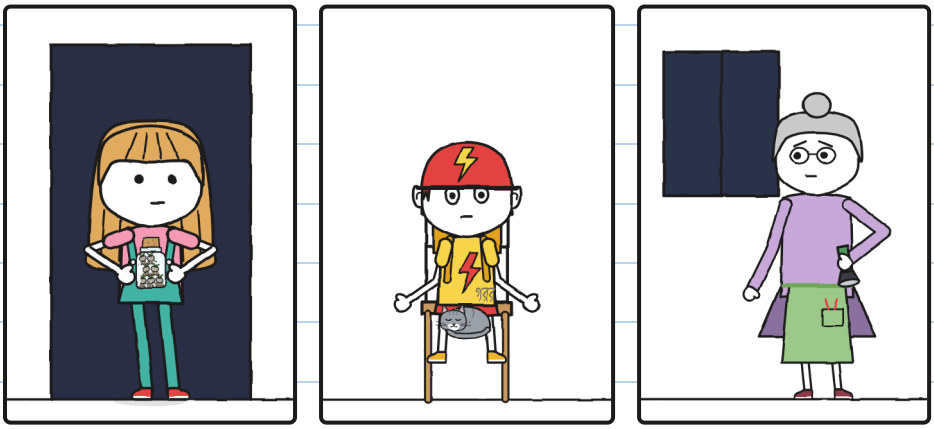

আর আমার ভয় সাঁকোয়। সেটা তোমরা জানতেই। -হু.

কেউ হাসল না। বৃষ্টি একইরকম পড়ছিল। কিন্তু কেয়ারির নিচে আমি আর একা ছিলাম না।

আমি ধীরে শ্বাস নিলাম। টুকরোও ধীরে শ্বাস নিল।



বিদ্যুৎ-চমক। আমরা একসঙ্গে নয় পর্যন্ত গুনলাম। গুরুরুম।

আর আমার হিক উঠল না। ওই মেঘের ডাকেও না,
পরেরটাতেও না।

“এবার!” ফ্লোরা ফিসফিস করে বললেন।

তুলিতা পা টিপে টিপে অন্ধকারে ঢুকল। ভেজা মাটির ওপর বয়ামটা খোলা রেখে দিল। আর শব্দ না করে দরজায় ফিরে গেল।



টুক, টুক, টুক। অন্ধকারে বয়াম থেকে কিছু বেরোচ্ছিল।

বিদ্যুৎ-চমক, অনেক দূরে। আমরা শুধু ঠোঁট নেড়ে দশ পর্যন্ত গুনলাম। গুরুরুম।

দশ: গোনার শেষ সংখ্যা।

পরের বিদ্যুৎ-চমকে আমরা দেখতে পেলাম:



বয়ামটা খালি। মাটিতে সাতটা ছোট্ট গর্ত। শেষটায় তখনও একটা ছোট্ট পা উঁকি দিচ্ছিল।

তারপর খানিকক্ষণ কিছুই না। শুধু আমরা, অন্ধকারে, কেয়ারির দিকে তাকিয়ে।

আর তখন প্রথমটা জ্বলে উঠল।

সাতটা লণ্ঠন-গাছ। প্রতিটার ভেতরে এক টুকরো বিদ্যুৎ-চমক।



টুকরোর হিক উঠল না। ও হাঁ করে লণ্ঠন-গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল। আমার মতোই। ও আর আমার ভয়টা নকল করছিল না। ও এটা নকল করছিল।

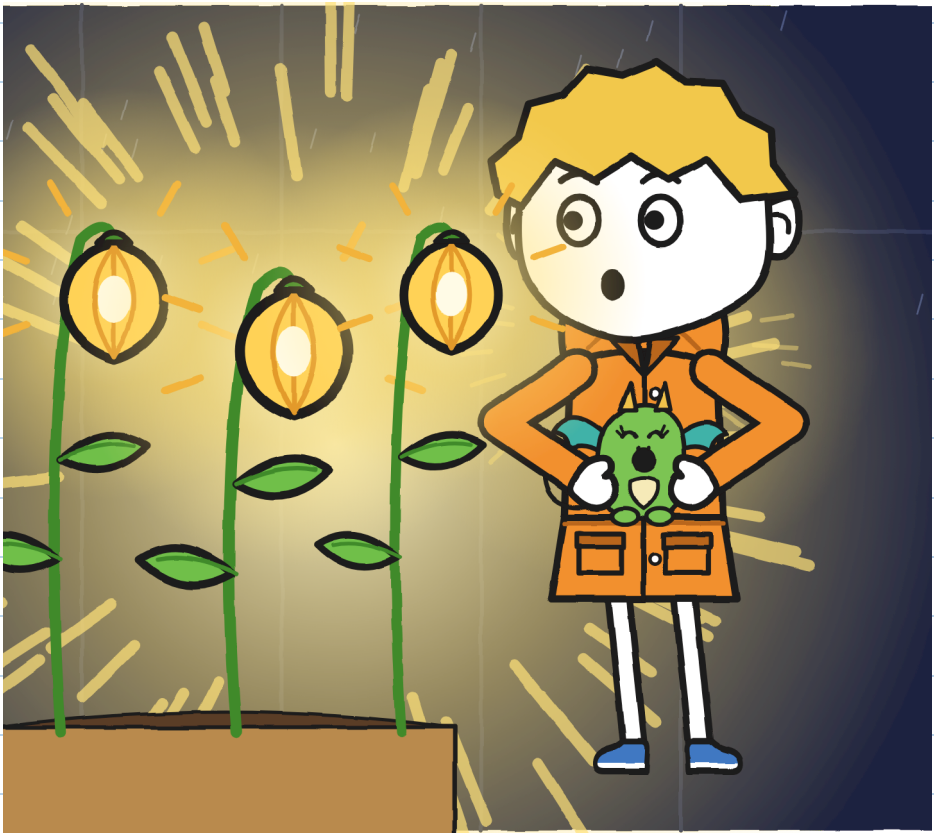

ফ্লোরা অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তারপর একটা লণ্ঠন-গাছ আঙুলের ডগা দিয়ে ছুঁলেন। আস্তে। যেমন কেউ ছোঁয় এমন কিছু, যার জন্য সে অনেকদিন অপেক্ষা করেছে।
"পথটা ঠিক এমনই দেখাত," তিনি বললেন।

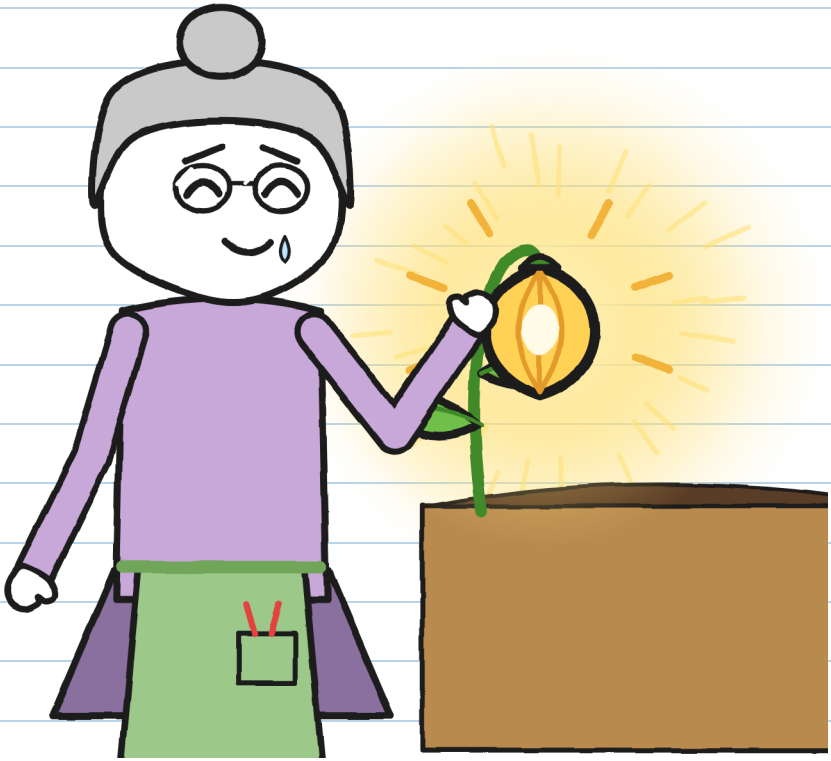

আমিও একটা ছুঁলাম। টুকরোও। ওটা কুসুম কুসুম গরম ছিল, রোদে রাখা পাথরের মতো।

ফ্লোরা ঘূর্ণি হাতল ঘুরিয়ে বৃষ্টি থামালেন।
তারপর একটা কলম বের করলেন।
এবার উনি সই করবেন।
হুলিতা দু'আঙুলে কলমটা থামিয়ে দিল।

"এখনও না।"
ও সাতটা লণ্ঠন-গাছের দিকে তাকাল।
"একটা বাকি। আমি অসময়ে বয়াম খুলেছিলাম। ওটাকে খুঁজে বের করতেই হবে।"
তারপর রান্নাঘরে গেল। বাক্স থেকে লেবেলটা খুলে নিল।
ডাঙ্গারির পকেটে রাখল।

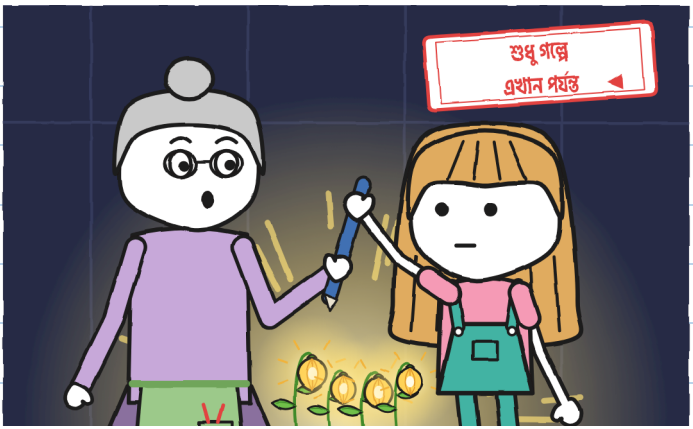

পৌঁছে দিলে পুরোটাই পৌঁছে দিতে হয়। -হু.

আমরা রান্নাঘরে ফিরে গেলাম।
"উঠোন এখনও বন্ধ," ফ্লোরা বললেন। "এখনই বেরোচ্ছি না।"
আমরা অপেক্ষা করলাম। হুলিতার গোনার মতো আর বিদ্যুৎ-চমক রইল না। তারপর শেষ মেঘের ডাকের পর আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। বৃষ্টি আর পড়ছিল না। ঝড় চলে গিয়েছিল।



আর আট নম্বর বীজটা বাইরে। কোথাও, অন্ধকারে। সময়মতো মাটি না পেলে সেটা আবার ঘুমিয়ে পড়ে। আরও একটা পাথর। আর সই ছাড়া ভোর হলে ২ নম্বর তাকে ফিরে যায়।

"চলো, ওটাকে খুঁজে বের করি," হুলিতা বলল।

ফ্লোরা রাতের দিকে তাকালেন। তারপর উঠোনের পাঁচিলে তিনবার টোকা দিলেন। ভেরা যেমন বলেছিলেন। ওটাই ড্রাগনদের বাড়ির দেয়াল।



"এবার," তিনি বললেন, "তোমরা একা যাচ্ছ না।"

অধ্যায় ৬

আট নম্বর বীজ

আমরা বেরোলাম ফ্লোরা আর ভেরার সঙ্গে, একটা লণ্ঠন আর একটা সাইকেল নিয়ে। হুলিতার কাছে খালি বয়াম আর লেবেল। আমার রেনকোটের ভেতরে টুকরো। শুধু ওর মাথাটা দেখা যাচ্ছিল।

আমরা উঠোনে খুঁজলাম। ছোট্ট পথে। খালের কিনারায়।



কিছু না।
আট নম্বরটা ঘুমিয়ে পড়লে ওই পাথরগুলোর যেকোনোটাই হতে পারত।

লণ্ঠনের আলোয় ভেজা পাথরগুলো ঝিকমিক করছিল।
তখন ভাবলাম: এত ছোট একটা লণ্ঠন-গাছ জ্বলতে পারে, অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি না।
"দাঁড়াও। আলো নিভিয়ে দাও।"
তোনিও সাইকেল থামাল। ভেরা লণ্ঠনের শিখা কমিয়ে দিলেন। ফ্লোরা টর্চ নিভিয়ে দিলেন।

আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।
খালপাড়ের শেষ প্রান্তে একটা ছোট্ট আলো।

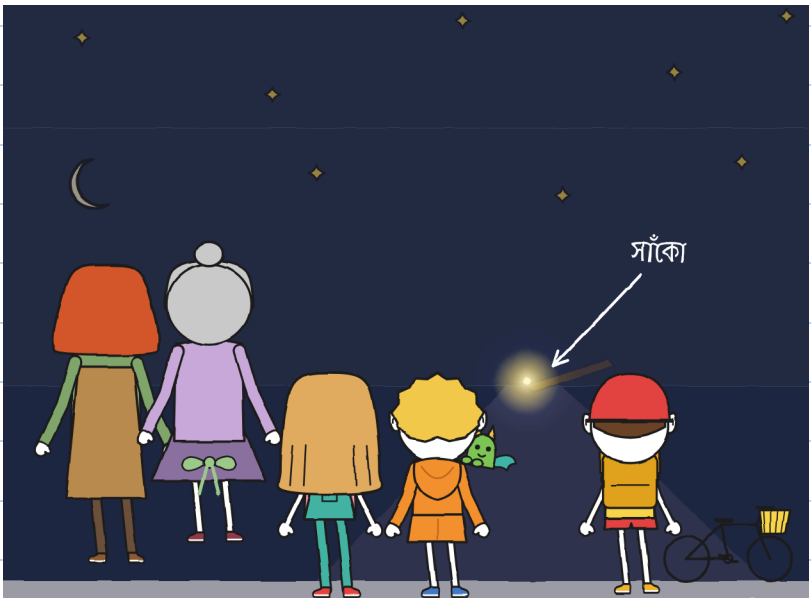

সাঁকোর গোড়ায়।

আমার মনে হয় বৃষ্টি ওকে ছোট্ট পথ বেয়ে খালপাড় পর্যন্ত ভাসিয়ে এনেছিল। ও দুটো পাথরের মাঝের একটা ফাটলে আটকে গিয়েছিল, একটু ভেজা মাটিতে। ঠিক সাঁকোর গোড়ায়। ওখানে ও একা একাই গজিয়ে উঠেছিল। দূর থেকে একটা ছোট্ট আলো। কাছ থেকে, সবকিছু আলো করা।

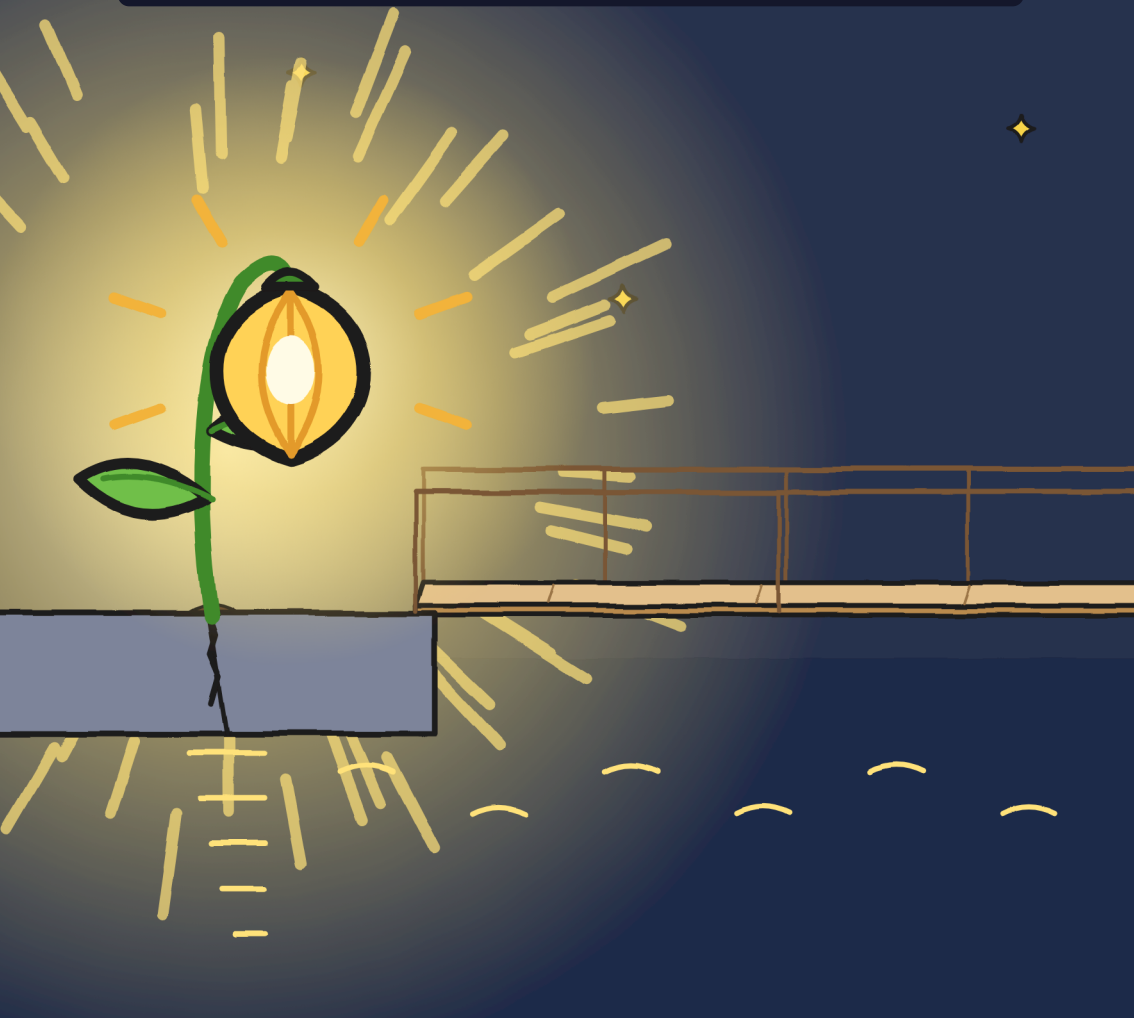

হুলিতা অনেকক্ষণ সাঁকোর দিকে তাকিয়ে রইল। আলোয় ওটাকে অন্যরকম লাগছিল। ছোট। চওড়া। শুধু একটা কাঠের তক্তা।

ও সাঁকোর ওপর একটা পা রাখল। শুধু একটা। তারপর সরিয়ে নিল।



দূর থেকে আর ভয় লাগে না। কাছ থেকেও প্রায় না। -হু.

"এটা এখানেই থাকবে," ফ্লোরা বললেন। "ও নিজের জায়গা বেছে নিয়েছে।"

হুলিতা ওঁকে লেবেলটা আর নিজের সবুজ মার্কারটা দিল। ওই কালি মোছে না। ফ্লোরা সেখানেই, আট নম্বরের আলোয়, সই করলেন। আর মার্কারটা ফিরিয়ে দিলেন।

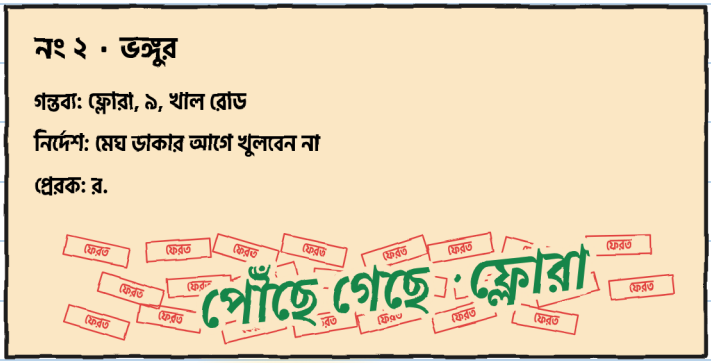

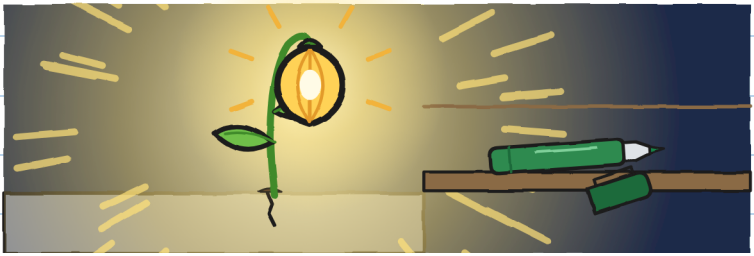

বিদায় নেওয়ার সময় ফ্লোরা আমাকে ওঁর ছাঁকনিটা দিলেন: "এটা তোমার থাক। পরের ঝড়ের জন্য। আর মারাকে বোলো, এতদিনে হলো!"

ভেরা টুকরোকে ওর বাসায় রেখে এলেন। আমাদের ভ্যানে করে দোকানে পৌঁছে দিলেন, তোনিওর সাইকেল পেছনে। আমরা হাইওয়ের সেতু দিয়ে গেলাম: রাতে নৌকা যাওয়ার জন্য বড় সেতু তুলে দেওয়া হয়। দোকানের দরজায় আমাদের নামিয়ে দিয়ে তিনি ড্রাগনদের কাছে ফিরে গেলেন।

দোকান অন্ধকার ছিল। কাউন্টারে মারা ছিলেন না।

উনি ছিলেন নিচে।



"ঝড়টা কি চলে গেছে?" মারা জিজ্ঞেস করলেন।
"অনেকক্ষণ আগে," হুলিতা বলল।

কম্বল। কানঢাকা। হেলমেটের বদলে একটা সসপ্যান।
তেইশটা ডেলিভারি। একটাও ঝড়ের মধ্যে নয়।
এবার আমি বুঝলাম।

আমি ফ্লোরার খবরটা মারাকে দিলাম। মারা সসপ্যানটা ভুরু পর্যন্ত নামিয়ে দিলেন।

"আমারও মেঘ ডাকলে ভয় লাগে," আমি ওঁকে বললাম।
উনি কম্বলটা তুললেন।



আমি ওঁর সঙ্গে কাউন্টারের নিচে ঢুকে গেলাম। আমার জন্য জায়গা ছিল।

মারা তোনিওর জন্য একটা বাক্স উপুড় করে রাখলেন।
টুলগুলোর পাশে।
"এটা তোমার জায়গা। আপাতত," উনি বললেন।

তোনিও বসে পড়ল। হুলিতার মার্কার দিয়ে ব্যাগের ওপর আরও দুটো শব্দ লিখল: "আর বেড়াল"।

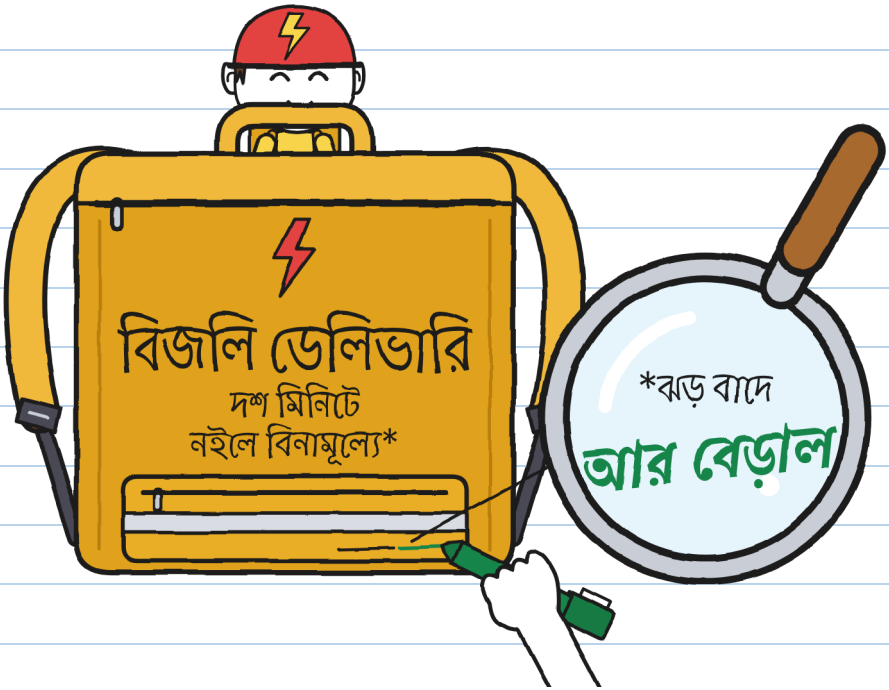

এখন ছোট অক্ষরের লেখাটা সত্যি বলছে। -হু.

আমি আমার প্ল্যান ঠিক করে নিয়েছি। মেঘ ডাকার জন্য:

১. হাতি গোনা।

২. কারও সঙ্গে।

৩. হিক উঠলে কিছু যায় আসে না।

বাকি

ঠক ১৮

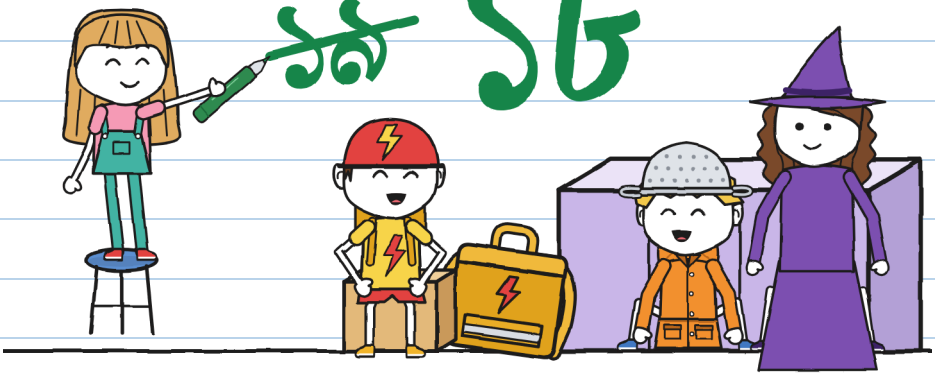

আর নিজেকে কিছুর শিকারি বোলো না। -হু.

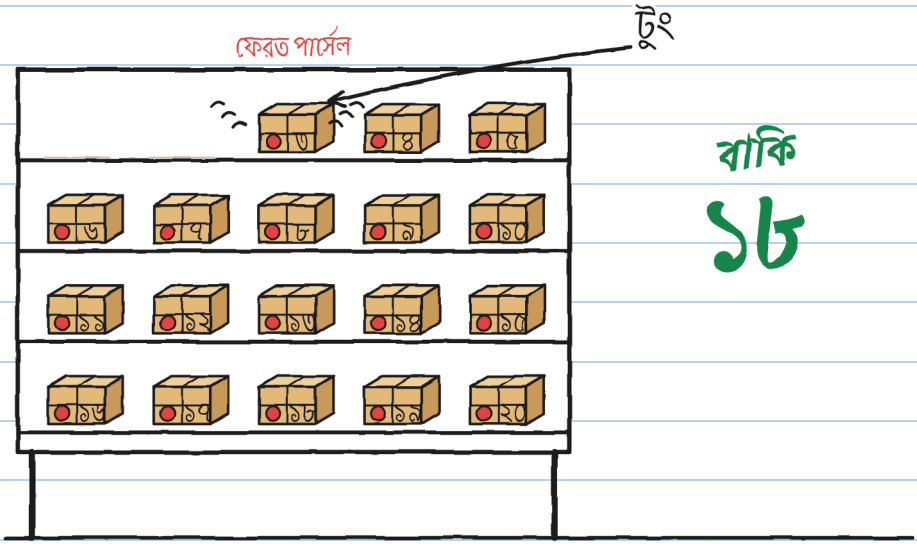

সে রাতে, বাড়ি যাওয়ার আগে, একটা ফেরত পার্সেল বেজে উঠল: টুং। ছোট ঘণ্টির মতো। ৩ নম্বরটা।

লেবেলে লেখা ছিল:

নং ৩

তোনুর জন্য

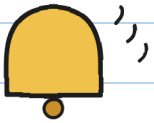

তোনিও ওর হেলমেটের রঙের মতো লাল হয়ে গেল।



অসম্ভব ডেলিভারি · ৩

(খুব শিগগিরই)

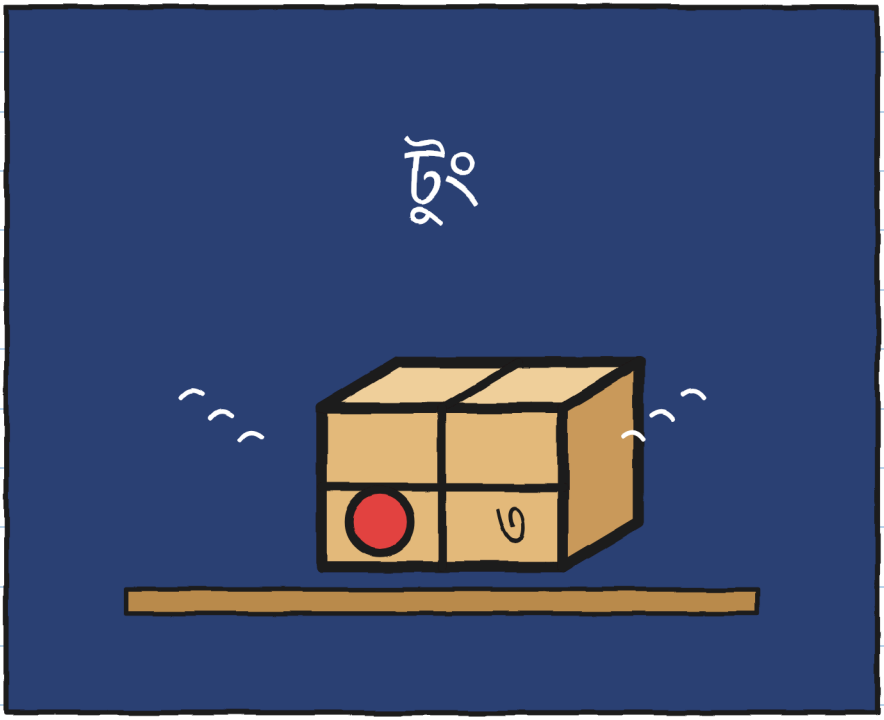

তোনিওকে কে পার্সেল পাঠায়? -হু.

পাড়া (সংস্করণ ২)

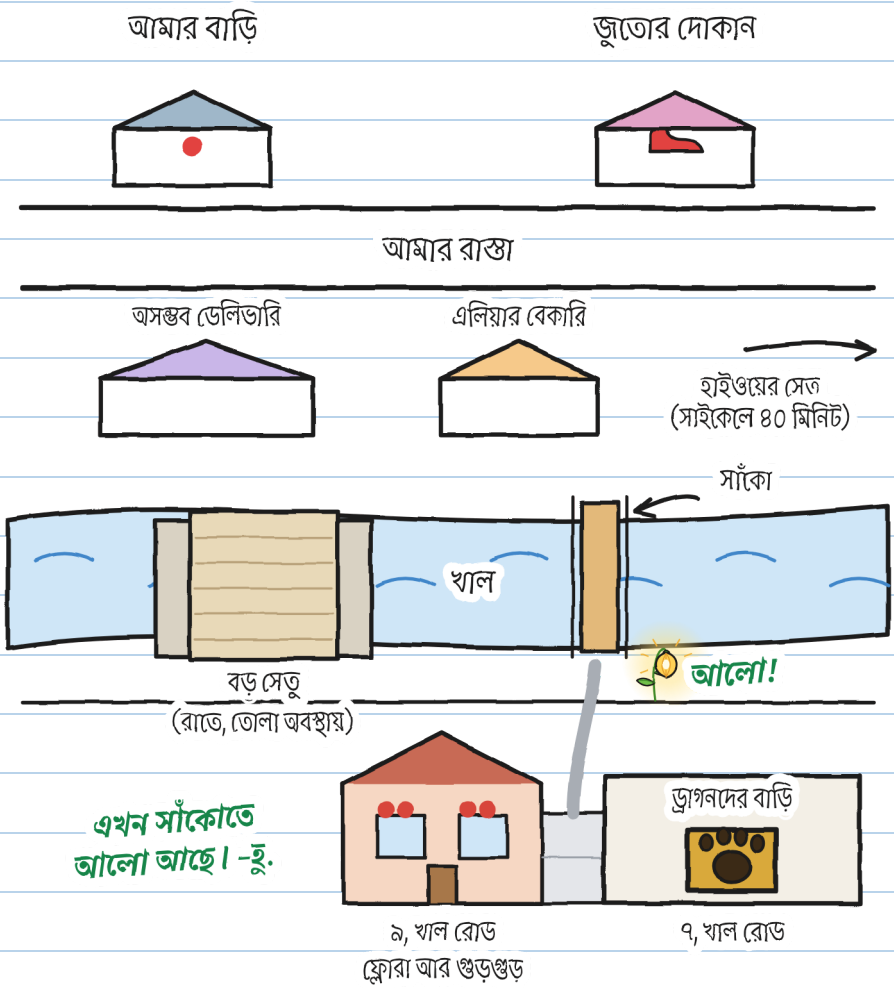
আমার বাড়ি
জুতোর দোকান
আমার রাস্তা
অসম্ভব ডেলিভারি
এলিয়ার বেকারি
হাইওয়ের সেতু
(সাইকেলে ৪০ মিনিট)
সাঁকো
খাল
আলো!
বড় সেতু
(রাতে, তোলা অবস্থায়)
এখন সাঁকোতে
আলো আছে। -হু.
ড্রাগনদের বাড়ি
৯, খাল রোড
ফ্লোরা আর গুড়গুড়
৭, খাল রোড

র.-এর একটা ফাইল আমার কাছে আছে। ১ আর ২ নম্বর সূত্র ১ নম্বর খাতা থেকে। নতুনগুলো লিখে রাখলাম:

র. সম্পর্কে যা জানি



র.

১. হাতের লেখা ভীষণ খারাপ (মারা)।

২. র.-এর আদ্যক্ষর পড়ে ভেরার মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল।

৩. অনেক আগে ফ্লোরার সঙ্গে লণ্ঠন-গাছ লাগাতেন।

৪. দেরিতে হলেও কথা রাখেন।

৫. ফ্লোরার জাদু-কাচগুলো ওঁরই বানানো।

৬. কেউ ওঁর নাম বলে না। সেটাও একটা সূত্র। -হু.

আর তুমি? তোমার কী মনে হয়, র. কে?

আমার মনে হয় র. হলেন...

একটা গল্প, ছয় সাইজ

সাইজ ছয়টা, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ভাষা ২০টিরও বেশি। XXS, XS, S, M আর L-এর পাতা আর ছবি একই। XL একটা উপন্যাস। শুধু বলার ধরনটা বদলায়।

সাইজ XXS · PRE-A1
তুলিতা সাত নম্বর বীজটা ধরছে।

সাইজ XS · A1
মেঝেতে একটা বীজ পড়ে ছিল। তুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ S · A2
আরেকবার বিদ্যুৎ-চমক: মেঝেতে মাত্র একটা বীজ। তুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ M · B1
পরের বিদ্যুৎ-চমকে দেখা গেল, মাত্র একটা বীজ পড়ে আছে, আর তুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ L · B2
আবার বিদ্যুৎ চমকাতেই দেখা গেল, মেঝেতে মাত্র একটা বীজ পড়ে আছে, আর তুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ XL · B2–C1
সচিত্র উপন্যাস · ১৩+
CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক।

যে যার সাইজে। একই ঝড়। –হু.

পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

সত্যিকারের ঝড়: কী করতে হবে

১. মেঘের ডাক শুনলে, দূরের হলেও, বাড়ির ভেতরে চলে এসো: বাজ ইতিমধ্যেই তোমার কাছে পৌঁছতে পারে।

২. ভেতরে, একজন বড়র সঙ্গে, জানালা, দরজা আর কাচ থেকে দূরে। গ্রিনহাউস, সেতু, গাছ আর জলের ধারেকাছেও নয়।

৩. শেষ মেঘের ডাকের পর আধঘণ্টা না কাটলে বাইরে যেয়ো না।

৪. হাতি গুনলে জানা যায় বাজ কাছে পড়েছে না দূরে, আর মনও শান্ত হয়। কখন বাইরে যেতে হবে, সেটা জানা যায় না।

তোমার ঝড় গোনো

বাড়ির ভেতর থেকে: বিদ্যুৎ-চমক আর মেঘের ডাকের মাঝে হাতি গোনো।

বিদ্যুৎ-চমক	হাতি	কিলোমিটার (প্রতি ৩-এ ১টা, মোটামুটি)	ওই বাজ কি কাছে, না দূরে?
১	১৫	৫	—
২	৯	৩	আরও কাছে